CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 6 January 2022 ■ আগরতলা ৬ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ২১ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মণিপুরে ফের বোমা বিস্ফোরণ শহিদ জওয়ান গুরুতর ঘায়েল ত্রিপুরার বাসিন্দা

ইমফল, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য সফরের ঠিক পরের দিন আজ বুধবার মণিপুরে ফের বোমা বিস্ফোরণ সংগঠিত করেছে দুষ্কৃতী। বোমা বিস্ফরণে আসাম রাইফেলস (এআর)-এর এক জওয়ান শহিদ এবং আরেকজন গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন বলে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ।

প্রাথমিক থবরে জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে মণিপুরের থউবাল জেলার লিলং থানার অন্তর্গত উসোইপোকপি সঙ্গমসাং এলাকায় আজ বেলা দেড়টা নাগাদ। ভয়ংকর বিস্ফোরণে অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা আসাম রাইফেলস-এর জওয়ান এল ওয়াংসু শহিদ হয়েছেন। এছাড়া গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন ত্রিপুরার বাসিন্দা জনৈক পিংকু দাস।

রাজ্য পুলিশের ধারণা, আজকের ঘটনার সঙ্গে জঙ্গি গোষ্ঠী প্রিপাক-প্রো কিংবা মণিপুরের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র হাত থাকতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৩ নভেম্বর (২০২১) মণিপুরে সকাল প্রায় দশটা নাগাদ চূড়াচাঁদপুর জেলার সিংঘাট মহকুমার এস সেখেন গ্রামে ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী ৪৩ নম্বর পিলারের কাছে জঙ্গি হামলায় ৪৬ নম্বর আসাম রাইফেলসের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল বিপ্লব ত্রিপাঠী (৪০), তাঁর পত্নী অনুজা (৩৮) ও পুত্র আবির (৫) এবং কুইক রিঅ্যাকশন টিমের চার জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। এছাড়া আরও কয়েকজন জওয়ান আহতও হয়েছিলেন।

এর পর ১৮ নভেম্বর (২০২১) ভোর প্রায় চারটা নাগাদ পশ্চিম ইমফল জেলার কইরেংগেই এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্জাবের ফিরোজপুর যাওয়ার পথে কৃষক বিক্ষোভের জেরে ফ্লাইওভারে আটকা পড়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। ছবি- হি.স.।

কৃষক বিক্ষোভের জেরে রাস্তা অবরোধ

পঞ্জাবের ফিরোজপুরে প্রস্তাবিত কর্মসূচীতে যেতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী

ফিরোজপুর, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবের ফিরোজপুরে প্রস্তাবিত সফর বাতিল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার ফিরোজপুরে দিল্লি- অমৃতসর-কাটরা এক্সপ্রেসওয়ে-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হওয়ার কথা ছিল ফিরোজপুরে পিজিআই স্যাটেলাইট সেন্টার ও কাপুরথালা ও হোসিয়ারপুরে দু''টি নতুন মেডিকেল কলেজের। কিন্তু, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর বাতিল করা হয়েছে।

এদিন ভাটিন্ডার ভাইসিয়ানা এয়ারফোর্স স্টেশনে অবতরণ করে প্রধানমন্ত্রীর বিমান। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে বিরোধিতা করেছেন কৃষকরা। কৃষকরা সড়ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। তাই ফিরোজপুর সফর বাতিল করা হয়েছে। মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য জানান, ''অজ্ঞাত কারণে ফিরোজপুরে আসছেন না প্রধানমন্ত্রী''। এই ঘটনায় পঞ্জাব সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। পঞ্জাব সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পঞ্জাবের ফিরোজপুরে এদিন ৪২,৭৫০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে দিল্লি-অমৃতসর-কাটরা এক্সপ্রেসওয়ে, ফিরোজপুরে পিজিআই স্যাটেলাইট সেন্টার ও কাপুরথালা ও হোসিয়ারপুরে দু''টি নতুন মেডিকেল কলেজ।

এদিন একটি ফ্লাইওভারের ওপর ১৫-২০ মিনিট আটকে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। ফিরোজপুরের যাওয়ার পরিবর্তে ভাটিন্ডা বিমানবন্দরে ফিরে আসেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, ভাটিন্ডা বিমানবন্দরে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ বললেন, আমি ভাটিন্ডা বিমানবন্দর পর্যন্ত জীবিত আসতে পেরেছি।'

প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ে নিরাপত্তার ঝুঁকির ঘটনার ক্ষুব্ধ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নিকে আক্রমণ করে নাড্ডা জানিয়েছেন, পঞ্জাবের জনগণের জন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনার অন্ন প্রধানমন্ত্রীর না যেতে পারা দুঃখজনক। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দলবিরোধী কাজের দায়ে আশীষ দাসের বিধায়ক পদ খারিজ, ঘোষণা অধ্যক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। রাজ্য বিধানসভার সদস্যপদ খোয়ালেন সুরমা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক আশীষ দাস। আজ বিধানসভার অধ্যক্ষ তাঁর বিধায়ক পদ খারিজের আদেশ জারি করেছেন। দল বিরোধী কাজের অপরাধে সংবিধানের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদের ৬ নম্বর ধারায় তিনি বিধানসভার সদস্য হিসেবে অনুপযুক্ত বলে মনে করেছেন অধ্যক্ষ। তাই, তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। এদিকে, বিধায়ক পদ খারিজের সরকারীভাবে কাগজ প্রাপ্তির পর আইনের দ্বারস্ত হবেন বলে জানিয়েছেন আশীষ দাস।

বেশ কিছুদিন ধরেই দলবিরোধী কাজ করছিলেন বিধায়ক আশীষ দাস। ২০১৮ সালে নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয়ী হবে গত কয়েকদিন ধরে দলের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সোচ্চার হয়েছেন। এমনকি, বিজেপি দলে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গে কালিঘাটে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্য জনসভায় তিনি তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন। এরপর থেকে তিনি তৃণমূলের কর্মসূচিতে প্রতিদিন অংশ গ্রহণ করে চলেছেন। আজকেও তিনি তৃণমূলের রাজভবন অভিযানে অংশ নিয়েছেন।

আজ বিধানসভা সচিবালয়ে অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দলবিরোধী কাজের অভিযোগ এনে মুখ্য সচেতক কল্যানী রায় গত ২৫ অক্টোবর আশীষ দাসে বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন জানান। ওই আবেদনের ভিত্তিতে গত ২৭ অক্টোবর আশীষ দাসের জবাব তলব করে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু, ওই নোটিশ গ্রহণ করলেও আশীষ বাবু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের খন্ডন করে জবাব দেননি। তাই, পুণরায় ১২ নভেম্বর তাঁকে নোটিশ পাঠানো হয় এবং ২৬ নভেম্বরের মধ্যে জবাব চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু, বাড়িতে কাউকে না পেয়ে ওই নোটিশ ফিরে আসে। ফলে, ১৪ ডিসেম্বর সময় নির্ধারণ করে তাঁকে সশরীরে হাজির হয়ে কিংবা লিখিতভাবে নোটিশের জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রেও তাঁর তরফে কোন সাড়া মিলেনি।

অধ্যক্ষ জানান, গত ১২ ডিসেম্বর আবেদনকারী কল্যানী অতিরিক্ত হলফনামা জমা দিয়ে বিধায়ক আশীষ দাসের বিধানসভার সদস্য পদ দ্রুত খারিজের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে চূড়ান্ত সচিত্র ভোটার তালিকা প্রকাশিত মোট ভোটার ২৭,৩৫,৫৪৬ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় চূড়ান্ত সচিত্র ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাতে, ত্রিপুরায় মোট ভোটার রয়েছেন ২৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৪৬ জন।

ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানিয়েছেন, ১ জানুয়ারি ২০২২-কে ভিত্তি হিসেবে ধরে ত্রিপুরার ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রের চূড়ান্ত সচিত্র ভোটার তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকা ৩,৩২৪টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র, সমস্ত তহশীল অফিস, ইআরও (মহকুমা শাসক) অফিস এবং সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার (জেলাশাসক)-র কার্যালয়ে দেখতে পাওয়া যাবে।

তিনি জানান, আজ প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী ত্রিপুরায় মোট ভোটার রয়েছেন ২৭,৩৫,৫৪৬ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩,৮১,৬৯৩ জন এবং মহিলা ভোটার ১৩,৫৩,৮ ১৮ জন রয়েছেন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৩৫ জন। সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ১০,৩১৬ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১০, ১৪৬ জন এবং মহিলা ভোটার ১৭০ জন। সচিত্র ভোটার তালিকা মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের ওয়েবসাইটেও দেখতে পাওয়া যাবে।

জমি অধিগ্রহনে ক্ষতিপূরণ মিলেনি, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর সড়ক অবরোধ সুবলসিংয়ে

নিজস্ব প্রতনিধি, খোয়াই, ৫ জানুয়ারি।। বিকল্প জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করে উপযুক্ত টাকা পয়সা মিটিয়ে না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে বুধবার সকাল থেকে আগরতলা খোয়াই সড়কের সুবল সিং এলাকায় পথ অবরোধ করেন এলাকাবাসী। সকাল আটটা থেকে পথ অবরোধ শুরু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে মোহনপুরের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক এবং সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন।

অবরোধকারীরা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জানান, জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য তাদের বাড়িঘর, দোকানপাট এবং অন্যান্য মূল্যবান গাছ কেটে জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। অথচ তাদেরকে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেয়া হয়নি। সে কারণেই তারা বুধবার সকাল থেকে সুবল সিং এলাকায় পথ অবরোধে সামিল হন। অবরোধের ফলে দু-দিকে ব্যাপক সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে যাত্রীদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

অবশেষে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধকারীদের আশ্বস্ত করেন, এ বিষয় নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা হবে। ওই বৈঠকে এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ পথ অবরোধ মুক্ত করা হয়। তারপর পুনরায় যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

গোয়া নির্বাচনের পর ত্রিপুরা সফরে আসছেন মমতা : তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা সফরে আসবেন। আজ ত্রিপুরায় রাজভবন অভিযানে যাওয়ার সময় একথা জানান তৃণমূলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন ডিসেম্বরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা সফরে আসবেন। কিন্তু, তিনি আসেননি। তবে, গোয়া বিধানসভা নির্বাচন শেষে তাঁর ত্রিপুরা সফর নিশ্চিত, বলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন ১৫ দফা দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ ভবন অভিযান করেছে। কিন্তু, রাজ ভবন থেকে কিছুটা দুরে পুলিশ তৃণমূলের রেলি আটকে দিয়েছে। এ-বিষয়ে রাজীব বাবু বলেন, ত্রিপুরার অবস্থা সকলে অবগত রয়েছেন। পুর নির্বাচনে তৃণমূলের পোলিং এজেন্ট দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এমনকি তৃণমূল প্রার্থীরা আক্রান্ত হয়েছেন।

রাজীবের মতে, প্রাক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে বিজেপি ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা ক্ষমতায় আসার আগে কেন্দ্রীয় হারে সপ্তম বেতন কমিশন লাগু করার ঘোষণা দিয়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে অতি সামান্য সংক্রমণ কমে একদিনে করোনায় সংক্রমিত ৪৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ এখনো অনেকটা নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। এক শতাংশের নিচে থাকছে সংক্রমণের গড় হার। গত ২৪ ঘন্টায় অতি সামান্য কমেছে সংক্রমণ। সেই সুবাদে কমেছে দৈনিক সংক্রমণের হারও। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ৪৬ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। ফলে, দেশ জুড়ে ওমিক্রনের ভয়াবহতার মাঝে ত্রিপুরায় সংক্রমণের হারে এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে চিন্তা মুক্ত থাকা যাচ্ছে না। অবশ্য সুস্থতার খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৬ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। তাতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হয়েছে ১৯৫ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১০১০ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১৮৩৭ জনকে নিয়ে মোট ২৮৪৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ২৩ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনেও ২৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৪৬ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। দৈনিক সংক্রমণের হার হয়েছে ১.৬২ শতাংশ। গতকাল ৪৮ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ১.৬৭ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিয়ে চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৯৫ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮৫২১৪ জন করোনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কায় মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। বুধবার সকালে উজান অভয়নগর এলাকায় বাইকের ধাক্কায় এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত মহিলার নাম শান্তি দেববর্মা।

জানা গেছে,ওই মহিলা সকালে রেশন দোকান থেকে চাল আনতে গিয়েছিলেন। একটি দ্রুতগামী বাইক মহিলাকে অভয়নগর এলাকায় ধাক্কা দেয়। বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয়রা আহত মহিলাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। মহিলার মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

এদিকে স্থানীয় লোকজন বাইক সহ চালককে আটক করলেও কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দেন। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মৃতের পরিবারের লোকজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত বাইক চালককে আটকের খবর নেই। বাইক চালকের অসাবধানতা এবং দ্রুতগামীতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। এদিকে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ঘিরে সিপিএম-বিজেপির তুমুল তরজা

বাম আমলে উন্নয়ন হয়নি, নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গতকাল আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বানোয়াট তথ্য উপস্থাপন করেছেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই গুরুতর অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী প্ররোচনামূলক এবং অসত্য তথ্য দিয়ে দাবি করেছেন পূর্বতন সরকারের আমলে উন্নয়নের চাকায় ব্রেক লেগেছিল। ত্রিপুরায় ডাবল ইঞ্জিনের সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পরই উন্নয়নে গতি ধরেছে।

তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরায় আকাশপথে, রেলপথে এবং সড়কপথে যোগাযোগের ইতিহাস জানেননা প্রধানমন্ত্রী। বামফ্রন্ট জমানায় সরকারী স্তরে কাজ এবং প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, দাবি করেন

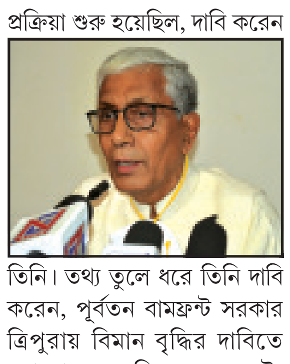

তিনি। তথ্য তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় বিমান বৃদ্ধির দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। তবেই, ধাপে ধাপে কেন্দ্র ত্রিপুরার দাবিতে সে দিয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, টিনের ছাদ দেওয়া ঘর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে বাদ যাওয়ায় শুরুতেই প্রতিবাদ করেছিল বামফ্রন্ট সরকার।

তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের চাপের ফলে ত্রিপুরায় ক্রমান্বয়ে বিমান বেড়েছে, সাথে বেড়েছে যাত্রী সংখ্যা। এরপরই বিমান বন্দর সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক মানে রুপান্তরের দাবি বামফ্রন্ট সরকারই জানিয়েছিল। তাঁর দাবি, একাধিকবার চিঠি পাঠানোর পর অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার বিমান বন্দর সম্প্রসারণে এবং আন্তর্জাতিক মানে রুপান্তরে সম্মতি দেয় এবং জমি অধিগ্রহণ বাবদ ত্রিপুরা সরকার ৩৫ কোটি টাকা খরচ করে কেন্দ্রের হাতে জমি তুলে দেওয়া হয়। তিনি জোর গলায় বলেন, বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাম জমানায় ২৫ বছরের অপশাসনের কথা তুলে ধরল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। পূর্বতন সরকারকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ছ্যাকা খেয়ে আজ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেন বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চাঁচাছোলা ভাষায় বিধেছেন। তারই পাল্টা জবাবে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ত্রিপুরায় বাম জমানায় ২৫ বছরের অপশাসন মনে করালেন। সাথে তিনি প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে ভাষার প্রয়োগে সংযত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

আজ বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার স্বাধীনতা আন্দোলনে বিজেপির কোন অবদান ছিল না বলে দাবি করেছেন। অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরা

এই স্বাধীনতা মিথ্যা এবং তাঁরা তা মানেন না বলে শ্লোগান দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, ব্রিটিশদের কমিউনিস্টরাই গোপনে মদত দিয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে হীরা মডেল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং গতকাল ভাষণে সেবিষয়েই তিনি তুলে ধরেছেন। সাথে ত্রিপুরার উন্নয়নে আরো সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, বাম নেতারা ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা হারিয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তাঁরা পুরনো খেলায় মেতে উঠেছেন।

এদিন সুশান্ত চৌধুরী একাধিক দুর্নীতির সাথে জড়িত থেকে বামফ্রন্ট সরকারের কলঙ্কিত অধ্যায়গুলি মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, বাম জমানায় একের পর এক দুর্নীতি হয়েছে। আদা কেলেঙ্কারী, রোজ ভ্যালি চিটফান্ড কান্ড, ব্লকে দুর্নীতি গুনে শেষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোড়ালের কোপে দুই যুবক গুরুতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ জানুয়ারি ।। বিলোনিয়ায় কোড়ালের কোপে দুই যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহতরা হলেন বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা ও অমল ত্রিপুরা। তাদেরকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়াতে গোমতী জেলা হাসপাতাল থেকে তাদেরকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবেশীদের আক্রমণেই তারা গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। পূর্ব বিরোধের জেরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিলোনিয়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৯২ ◘ ৬ জানুয়ারি ২০২২ ইং ◘২১ পৌষ ◘বৃহস্পতিবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ভয়ঙ্কর প্রবণতা

এক ভয়ঙ্কর হুমকির মুখে গোটা বিশ্ব। করোণা সংক্রমণ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে শুরু করিয়াছে। করোনা নতুন নতুন রূপ নিয়ে উপস্থিত হইতেছে। ইহার ব্যাপকতা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ দেশের জনগণকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। করোণা সংক্রমণ গোটা বিশ্বকে এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা হইতে মানব সভ্যতাকে বাঁচাইবার জন্য বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করিয়াছেন। টিকা আবিষ্কার করা হইতে শুরু করিয়া নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এ যাবত পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছেন তাহা হইল সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক পরিধান করায় উত্তোলনের অন্যতম পথ। সাম্প্রতিককালে ওমিক্রন নামক ট্রেন্ড আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারন করিয়াছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই ট্রেন্ড সরাইয়া পড়িতে শুরু করিয়াছে।

অতি সংক্রামক ওমিক্রন স্ট্রেন ততটা ভয়ংকর নয়। এর প্রভাবে মৃত্যু কিংবা গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িবার ঘটনা কম ঘটিতেছে। কিন্তু তবুও নিশ্চিত থাকিবার জো নাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মনে করিতেছে যে ভাবে সংক্রমণ ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহার ফলে ফের করোনা স্ট্রেনের দেখা মিল মিলিতেই পারে যাহা আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিবে।আশঙ্কা সত্যি করিয়া গোটা বিশ্বেই কার্যত দাবানলের মতো ছড়াইতে শুরু করিয়াছে করোনা সংক্রণের নতুন ঢেউ। মূলত ওমিক্রন স্ট্রেনটির দাপটেই তথৈবচ পরিস্থিতি। মাত্র ৪ দিনে দৈনিক সংক্রমণ ৬ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষে পৌঁছিয়াছে আমেরিকায়। একদিনে এতজনের আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যাহা রেকর্ড। কেবল আমেরিকা নয়, ইউরোপের দেশগুলিতেও হু হু হু করিয়া ছড়াইতেছে সংক্রমণ। দেখিতে দেখিতে ২ বছর হইয়া গিয়াছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের দাপটের। কিন্তু এর আগে এত অল্প সময়ে এভাবে সংক্রমিত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি।কেবল ইউরোপ-আমেরিকা নয়, ওমিক্রনের ছায়া দীর্ঘ হইয়াছে ভারতেও। মঙ্গলবারের পর বুধবারও লাফাইয়া বাড়িয়াছে দেশের করোনা সংক্রমণ। গতকালের পরিসংখ্যানে যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজারের কিছু বেশি, আজ তাহা পার হইয়া গিয়াছে ৫৮ হাজারের গণ্ডি। অর্থাৎ মাত্র ২৪ ঘন্টায় দেড়গুণেরও (৫৫) বেশি বাড়িয়াছে সংক্রমণ।এদিকে ইতিমধ্যেই ফ্রান্সে সন্ধান মিলিয়াছে নতুন এক করোনা স্ট্রেনের। সেটির নাম ইহু। বিশেষজ্ঞরা জানাইয়াছেন, এটি ৪৬ বার মিউটেশনের মধ্যে দিয়া গিয়াছে, যাহা ওমিক্রনের থেকেও বেশি। ফলে টিকার সুরক্ষা বলয় পার হইয়া সংক্রমিত করিবার ক্ষমতা এর আরও বেশি। ইহু স্ট্রেনটিতে ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হইয়াছেন ফ্রান্সের ১২ জন নাগরিক। তাঁহারা সকলেই আফ্রিকার দেশ ক্যামেরুনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন।তবে এই মুহূর্তে ফ্রান্সের ৬০ শতাংশ করোনা সংক্রমণের জন্য দায়ী ওমিক্রন। তাই একে অতিক্রম করিয়া ইহুর পক্ষে রাতারাতি বড় আশঙ্কা তৈরি করা সম্ভব নয় বলিয়াই মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে অচিরেই অন্য ভয়ংকর স্ট্রেনের আবির্ভাবের বিষয়টি নিয়েই উদ্বিগ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিনিয়র এমার্জেন্সি অফিসার ক্যাথেরিন স্মলউড। শুধু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কে উদ্বিগ্ন হইলে সমস্যার সমাধান হইবে না এই জন্য দেশের জনগণকে সচেতন হইতে হইবে অন্যতম এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা গোটা মানব সভ্যতাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়তে পারে ইপিএফ গ্রাহকদের ন্যূনতম পেনশন

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও)-এর গ্রাহকদের নতুন বছরে বাড়তে পারে তাঁদের ন্যূনতম পেনশন। সূত্রের খবর, ফেব্রুয়ারিতে শ্রমমন্ত্রকের বৈঠক। ওই বৈঠকের আলোচ্যসূচি ঠাঁই পেয়েছে ইপিএফ গ্রাহকদের ন্যূনতম পেনশন বাড়ানোর বিষয়টি। আশা করা হচ্ছে, ন্যূনতম পেনশন ১ হাজার টাকা থেকে এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে মন্ত্রকের বৈঠকে। মন্ত্রকের প্রস্তাবে কেন্দ্রের সিলমোহর পড়লে তা কার্যকর করতে পারে ইপিএফও।উল্লেখ্য, গত মার্চে ন্যূনতম পেনশন ৩,০০০ টাকা বাড়ানোর সুপারিশ করেছিল সংসদের স্থায়ী কমিটি। একই সঙ্গে পেনশনভোগীরা দীর্ঘদিন ধরে তা ৯ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়ে আসছেন। যে সমস্ত কর্মচারী ইপিএফও-র মাধ্যমে প্রভিডেন্ট ফান্ড পান, তাঁরা পেনশন স্কিম ১৯৯৫ (কর্মচারী পেনশন স্কিম-ইপিএস)-এর আওতায় আছেন। সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা ইপিএফও-র সদস্য হলে মাসে ন্যূনতম ১ হাজার টাকা পেনশন পান এখন। সে ক্ষেত্রে কোনো কর্মীকে অন্তত ১০ বছর কাজ করতে হয়। এই প্রকল্পে মৃত কর্মীর স্ত্রী এবং শিশুর জন্যও পেনশনের সুবিধা রয়েছে। প্রসঙ্গত, বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ মেনে ২০১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ইপিএফ গ্রাহকদের মাসে ন্যূনতম ১ হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়া শুরু করা হয়। কিন্তু তার পর থেকে ন্যূনতম পেনশনের পরিমাণে আর কোনও সংশোধন হয়নি। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ মেনে ২০১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ইপিএফ গ্রাহকদের মাসে ন্যূনতম ১ হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়া শুরু করা হয়। কিন্তু তার পর থেকে ন্যূনতম পেনশনের পরিমাণে আর কোনো সংশোধন হয়নি।

করোনায় আক্রান্ত কেএমডিএ-র সিইও অন্তরা আচার্য, বিধাননগরের সি পি সুপ্রতীম সরকার

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : হু হু করে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। এহেন পরিস্থিতিতে করোনার হাত থেকে মুক্তি নেই কারও। মন্ত্রী-জনপ্রতিনিধি থেকে শিল্পী, আমলারাও পড়ছেন এর কবলে। বুধবার করোনায় আক্রান্ত হলেন ২০০৬ ব্যাচের আইএএস কেএমডিএ-র সিইও অন্তরা আচার্য। ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, "২ বছর লুকোচুরি খেলার পর অবশেষে আজ কোভিড পজিটিভ। কোই বাত নেহি ..এটাও কেটে যাবে"। করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার সুপ্রতীম সরকার। একই সঙ্গে সংক্রমিত হয়েছেন পুলিশের আরও ছ"জন কর্মী এবং আধিকারিক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত কয়েক দিনে বেশ কিছু উপসর্গ দেখা গিয়েছিল পুলিশ কমিশনার সহ বেশ কয়েকজন ট্রাফিক আধিকারিক ও বিভিন্ন থানার পুলিশ কর্মীদের। নিয়ম মেনে তাঁদের সকলের লালারসের পরীক্ষা করানো হয়। এই মুহূর্তে সুপ্রতীমবাবু নিজের বাড়িতে নিভৃতবাসে রয়েছেন বলে খবর। অর্থনীতির শিক্ষক ডঃ সৈকত সিংহরায় ফেসবুকে লিখেছেন, "রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়া সত্ত্বেও আইসোলেশন রুম-এ মেকশিফ বেডে শুয়েঊ ঘুম আসছে না, কাল অঘোরে ঘুমিয়েছিঊ মশাদের রাগরাগিনী শুনে বুঝলাম আজ আর জ্বর নেই...."

দেশের মধ্যেই প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা মোদীর, এটাই সবথেকে বড় ব্যর্থতা , কটাক্ষ অধীরের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয় মাঝ উড়ালপুলে ২০ মিনিট আটকে থাকা নিয়ে নানা মহলে শোরগোল। আটক থেকে ফিরে মোদী এদিন বলেন, 'ভাতিন্দা বিমানবন্দর পর্যন্ত বেঁচে ফিরতে পেরেছি। মুখ্যমন্ত্রীকে আমার হয়ে ধন্যবাদ জানাবেন।' এদিকে, এই মন্তব্য নিয়ে কটাক্ষ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। এদিন তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী দেশের মধ্যে কোথাও আটকে যাওয়ার পর তাঁর যদি মনে হয় প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছে। এত যদি ভারতবর্ষ বিপজ্জনক হয়, তাহলে এটা সব থেকে বড় ব্যর্থতা প্রধানমন্ত্রীর। কারণ তিনি দেশের মানুষকে সব রকমভাবে সুরক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।' বিজেপি সরকারকে বিঁধে অধীর বলেন, 'এদিকে মোদীর নিজেরই মনে হচ্ছে প্রাণ সংশয়। এর থেকেই প্রমাণিত হয় এই সরকার ব্যর্থ, মোদীজি ব্যর্থ, ৫৬ ইঞ্চির ছাতি ব্যর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দুরাবস্থা থেকে আমরা সবাই শঙ্কিত। দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের মধ্যেই প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা করছেন।

ধর্মের মোড়কে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

স্বাধীনতার ৭৪ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা পেয়েছি গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ। সার্বভৌমত্বের সাংবিদানিক শিরোপা পরেও এখনও আমরা শুনতে পাচ্ছি ধর্ম ও রাজনীতির প্রচারকের কণ্ঠে বিভেদের নামে ঘৃণার ভাষণ। এ প্রচার কখনও ধর্মকে নিয়ে, কখনও জাতিভেদ নিয়ে, কখনও ভাষা নিয়ে। অথচ আমাদের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট তা ছিল না। বিভেদের বীজ অনেক সময় হয়তো ফুলেফেঁপে উঠেছিল, কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারা তাকে কখনও প্রশ্রয় দেয় না। আজকের বিভেদকামীতা যেমন আমাদের বর্তমানকে নষ্ট করছে, তেমনই অবমাননা করছে, তেমনই অবমাননা করছে অতীতের প্রেক্ষাপটকে।

স্বদেশী যুগের সময়কালকে যদি স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা ধরি, তাহলে ১৯০০ সাল ছিল ভারত তথা বাংলার ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ। জাতি, ধর্ম মিলিয়ে সবার মধ্যে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তখন এক সমন্বয়ের চেতনা দানা বাঁধছিল। শুরু হয়েছিল এক জাগরণ পর। এই সমন্বয়ের ধারাতেই এগিয়ে ছিল আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৯০০ সালে লর্ড কার্জন ফতোয়া দিয়েছিলেন বাংলাকে দু'টুকরো কারর। রুখে দাঁড়িয়েছিল এদেশের মানুষ। গড়ে উঠেছিল স্বদেশী চেতনায় প্রথম ও ব্যাপক গণ আন্দোলন। এই গণ আন্দোলনের সামনে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল লর্ড কার্জনের ধর্ম বিভাজনের নামে বাংল ।বিভাজনের চক্রান্ত। সেই প্রথম জয়েণ মুখে এসে দাঁড়িয়ে আমরা জেনে গিয়েছিলাম আমাদের আন্দোলন থামবার নয়। রবীন্দ্রনাথের গান,কবিতা, স্বাদেশিকতার মন্ত্র কণ্ঠে নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারও পরে নেতৃত্বে এলেন মহাত্মা গান্ধি। অহিংসা ও অসহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করলেন মানুষকে। স্বাধীনতা পাওয়ার আগেই ধর্মনিরপেক্ষতার মন্ত্রের দীক্ষিত হচ্ছিলাম আমরা। এর পাশাপাশি চলতে থাকল সামাজির সংস্কার ও নৈতিক চরিত্র পুনরুজ্জীবনের অভিযান। এরই মধ্যে জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে এগিয়ে এলেন বিপ্লবীরা দেশের স্বাধীনতার জন্য। জীবনকে পণ করলেন তাঁরা। বিশের দশকে বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাবে এল শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ। তিরিশের দশকে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে গোটা দেশ কেঁপে উঠেছিল আন্দোলনে ঢেউয়ে। জেগে উঠল বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন। জাতি ধর্ম বিভেদ বিভিন্নতা ভুলে গোটা দেশ ইংরেজ শারীর বিরুদ্ধে জ্বালামুখীর মতো ফুটে উঠল। এরই মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র শুনিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন ছিন্ন করা যুদ্ধজয়ের শপথ। এরপর তো আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি । স্বাধীনতার পর ৭৫ বছরে পা দিয়েছি। আমাদের স্বদেশী জাগরণ থেকে আজ অবধি অত বছরের সময়কালে আমরা সমন্বয়ের আদর্শকেই বড় করে পেচে চেয়েছি। ১৯৫০-এর সংবিধানে পেয়েছি ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ। সংবিধান সৃষ্টির অনেক আগে আমাদের সভ্যতাভূমিকে বলা হয়েছে মহামানবের সাগরতীরে। তাই মানবতাকেই আদর্শ বলে জেনেছি। স্বাধীনতা আন্দোলনের কালজুড়ে আন্দোলন নানাপথে এগিয়েছে। কখনও নরমপন্থী আন্দোলন, কখনও আপসহীন বিপ্লবী ধারা। কিন্তু সবার অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার থেকে কেউ সরে যায়নি। সমস্ত দেশবাসীর সার্বিক অধিকারের মর্যাদা দিয়েই স্বাধীনতার পর স্বীকৃত হয়েছে আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধান। ধর্মনিরপেক্ষতা এই সংবিধানের এক শক্তিশালী দিক। সব ধর্মকে মর্যাদা দিয়ে তা এখন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক সংবিধান। ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের সাহায্যে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির সংযোজন করা হয়েছে। ২৫ থেকে ১৮ নং ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ধর্মী স্বাধীনতার অধিকার ঘোষিত হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝার ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি। বিশিষ্ট সংবিধান প্রণেতারা ধর্মীয় আঙ্গিক ও ঐতিহ্যের থেকে ইতিহাসের যুক্তি এবং বাস্তবতাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনত হওয়ার পর গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক শিরোপা পাওয়ার পরও এখন অন্য ধর্মের প্রতি, অন্য জাতির প্রতি ঘৃণার ভাষা করে? চলছে মিদির মসজিদের রাজনীতি। প্রতিবাদী সমাজকর্মী মানুষদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। বিজ্ঞানের নামে অপরিজ্ঞান চর্চা, ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা কি গণতান্ত্রিক আদর্শকে পতনের মুখে ঠেলে দিচ্ছে না। এই বিভেদকামীতা বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে গণতান্ত্রিক আদর্শের এক বিরাট ফারাক তৈরি করে ফেলছে। এতে সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ।

ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের নবজাগরণের মানবতাবাদের ফসল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শহরৎচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বাবাসাহেব আম্বেদকর এঁরা সবাই ধর্মনিরেক্ষ মানবতাবাদের অগ্রপথিক। গান্ধীজি, নেহরুজি মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ধর্মনিরপেক্ষতাকে সবচেয়ে ওপরে স্থান দিয়েছেন। শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসে তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষেণ স্বপ্ন দেখেছিল। তাঁরা সবাই ধর্মের চাইতে মানুষকে আগে মর্যাদা দিয়েছেন। দলিত মানুষের শোষণমুক্তি ছিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্বপ্ন।তিনি মনে করতেন, ধর্ম বিভেদ প্রজন্মের পর প্রজন্ম সামাজিক শোষণেরই সহায়ক হয়েছে। শুধু সংবিধানের অন্যতম রূপকার হিসেব নয়। আমৃত্যু তিনি সব ভেদাভেদের উর্ধ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্রতী থেকেছেন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করলে বলতে হয়, ধর্মনিরপেক্ষ দেশের এই বিবাদ বিভাজন মানবতার ওফর এখ গভীর আঘাত। অথচডট আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা এসেছে গণতান্ত্রিক চেতনার হাত ধরে।

ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা জন্ম নেবার আরও আগে এসেছে ধর্ম ধর্মবোধ। উৎপত্তির কালে ধর্ম পবিত্র জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস ও আচার পদ্ধতির সমষ্টিকে তুলে ধরেছিল। সেই বিশ্বাসে অনুসারীদের একটি সংসবদ্ধ নৈনিত সম্প্রদায়ে একতাবদ্ধ করেছিল। পরে এসেছে রাষ্ট্র। 'এক রাষ্ট্র এক ধর্ম' প্রাচীন ধর্মব্যবস্থার অন্যতম বিশেষত্ব হয়ে উঠেছিল। তখন রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনও প্রভেদ ছিল না। রাষ্ট্র ও ধর্মের এই অভিন্নতার চরম প্রকাশ ঘটেছিল রাষ্ট্রনায়ক ও ধর্মনায়কদের মধ্যে কোনও পার্থ'খ্য না থাকায়। এমন পরিবেশে ধর্ম রাষ্ট্রে সংহতির সহায়ক হয়ে উঠেছিল। তাই রাষ্ট্রে ধর্ম, রাষ্ট্রীয় সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যখন ধর্মকে রাষ্ট্রে ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে অন্য ধর্মকে নির্যাতন করা শুরু হল, তখন রাষ্ট্রনায়কের প্রগাড় ধর্মবিশ্বাস আর কাজ করল না। কাজ করল রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতার লালসা। রাষ্ট্রে সঙ্গে ধর্মখে জড়িয়ে ফেলার এই পরিণাম রাষ্ট্রে সংহতি ও উন্নতির পক্ষে শুভ হয়নি। বরং ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে দূরত্ব ও স্বাতন্ত্র স্বাধীন ব্যবস্থায় ধর্মীয় ভেদাভেদের তীব্রতাকে অনেকটাই হ্রাস করেছিল। রাষ্ট্রে সর্বধর্মের সমান অধিকার থাকলে এবং রাষ্ট্রনীতি সর্বতোভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু মানসিকতার সৃষ্টি হতে পারে না।

> ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের নবজাগরণের মানবতাবাদের ফসল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শহরৎচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বাবাসাহেব আম্বেদকর এঁরা সবাই ধর্মনিরেক্ষ মানবতাবাদের অগ্রপথিক। গান্ধীজি, নেহরুজি মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ধর্মনিরপেক্ষতাকে সবচেয়ে ওপরে স্থান দিয়েছেন। শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসে তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিল। তাঁরা সবাই ধর্মের চাইতে মানুষকে আগে মর্যাদা দিয়েছেন। দলিত মানুষের শোষণমুক্তি ছিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্বপ্ন।

আজ এক ধর্ম এক জাতি, এক ভাষা এক সংস্কৃতি ভিত্তিক রাষ্ট্র সম্ভব নয়। এখন বিভিন্ন দেশের মানুষ সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে। পৃথিবীময় ছেয়ে ফেলছে বহুত্ববাদী সমাজ। এই নতুন সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ভাষা, সংস্কৃতির মানুষের স্বার্থ গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাই রক্ষা করতে পারে। আধুনিক বিশ্বায়নে পৃথিবীর বৃহৎ অজানা অচেনা রূপ আর নেই। ফলে এখন একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পক্ষে বিশ্বের সঙ্গে তার মিলিয়ে চলতে গিয়ে যে কোনও বিশেষ ধর্মনিশ্বাস বা আচার অনুষ্ঠান কঠোরভাবে অনুরণ করতে চাওয়া অবাস্তব ব্যাপার। গণতন্ত্রে মেরুদণ্ড ধর্মনিরপেক্ষতাই আজ সবচেয়ে বড় সহায়ক এবং জরুরি। ধর্মনিরপেক্ষতা হলো সর্ব মানুষের সংস্কৃতি, যা অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের আগে পৃথিবীর আরও ইতিহাস আছে। গণতান্ত্রিক মতবাদের পথ ধরে সেকুরালিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ব্রিটিশ লেখক জর্জ জ্যাকব ইলিয়ক। তার মতে ধমনিরপেক্ষতা হল সমাজশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি। ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিক ভলতেয়ার সাম্য, মৈত্রী, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠান জন্য সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ঝড় তুলেছিলেন। এরপর পৃথিবী এগিয়েছে। সমগ্র ঔপনিবেশিক শোষণের যুগে এই মৈত্রী ভাবনাই মানুষের হৃদয় আলোড়ণ তুলেছিল। জুগিয়েছিল বিদ্রোহের ভাষা। আমাদের দেশেও তাই। ১৯ শতক জুড়ে নবজাগণের মানবতাবাদ সমাজ আন্দোলনের আবহে মৈত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে প্রবাহিতক করেছিল। কখনও ধর্মীয় দেশাত্মবোধ, ধর্মকেন্দ্রিক মানসিকতা এই প্রয়াসের মধ্যে এসে পড়লেও ধর্মবৈষম্যহীন ভাবনাই জায়গা করে নিয়েছিল বেশি। এই ভাবনার জয়গান বহু দেশে গৌরবের ইতিহাস রচনা করেছে। বর্ণবৈষমাবাদের সুদীর্ঘকালের শাসন মুছে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে ৯০-এর দশকে। নেসল ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে এই গৌরবের জয় গোটা দেশের মাথায় পরিয়ে দিয়েছে সম্মাননার প্রতীক 'রেইনবো নেশন'-এর শিরোপা।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধি। গান্ধিজি নিজে ধর্ম মানলেও রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে মেশাতে দেননি। তিনি বলতেন, ভারতবর্ষ একটা বিশেষ ধর্মের দেশ নয়, এ দেশ সব সম্প্রদায়ের। বর্ণবাদহীন তাঁর মতাদর্শকে তিনি বলতেন, 'সর্বধর্মসমভাব'। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, ' আপন আত্মায় সকল মানুষের আত্মার পরিচয়ের সম্পূর্ণতাতেই মানুষের অভ্যুদয়, তার বিকৃতিতেই মানুষের পতন। আমরা দেখি, ধর্ম নয়, মানুষের সাতে মানুষের মেলবন্ধনেই মানুষ সকল কালের সকল মানুষকে আপন বলে অনুভব করেছে। রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন, 'সাম্প্রদায় আপন মতকেই বলে ধর্ম, আর ধর্মকেই করে আঘাত। তারপরে যে বিবাদ, যে নিদতয়তা, যে বুদ্ধিবিচারহীন অন্ধ সংস্কারে প্রবর্তন হয়, মানুষের জীহনে আর কোনও বিভাগে তার তুলনাই পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ কোনও সম্প্রদায়ে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ধারণায় সম্প্রদায় যত বাড়বে, ধর্মে ধর্মে আঘাত তত বাড়বে। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের কথায় তারই প্রতিধ্বনি শুনি, তিনি বলেছেন, 'লাঞ্ছিত মানবতার আকুল আর্তরবে শিউরে ওঠে আমাদের হৃদয়। যে লাঞ্ছনার মূলে আছে মানুষে মানুষে ধর্মের ভেদাভেদ আর অবিশ্বাস।

ধর্মনিরপেক্ষাতার এই মহৎ প্রয়াস আমরা পেয়েছিলাম আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কাল জুড়ে। যে প্রয়াস আমাদের জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠার পরিপূরক হয়ে উঠেছিল। জন্ম দিয়েছিলাম ভারতীয়ত্ব বোধকে। ৪৭-এর স্বাধীনতার পরের কথা তো জানা সবারই। সংবিধানকে সামনে রেখেই দেশের মানুষ এগিয়ে চলতে চেয়েছিল পুনরুত্থানের লক্ষ্যে। যে অগ্রগতি আমরা আশা করেছিলাম তার অগ্রগতি ততটা হয়নি। অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েই গেছে। এখনও হিংসা ছড়াচ্ছে। জাতীয় সংহতি বিপন্ন হচ্ছে বার বার। প্রকট হচ্ছে নিজেদের স্ববিরোধিতা। পুরনো মূল্যবোধ আমরা ভেঙেচুরে ফেলছি নতুন মূল্যবোধ পুরোপুরি গড়ে নিতে পারিনি। বুঝতে হবে লাখো সমস্যার মধ্যে যদি বেঁচে উঠতে চাই, তাহলে আমরা বাঁচল মূল সমস্যা দূর করার মধ্য দিয়ে। ধর্ম আমাদের সমস্যা নয়। সমস্যা দারিদ্র, জীবকি, শিক্ষা, সংস্কৃতির। সমস্যা যথার্থ সংবিধানের অধিকারের। আর এসব কিছুর জন্য জাতীয় সংহতির অবশ্যই প্রয়োজন। আজকের নানান সংকটে সময় থেকে সময়ান্তনেরর একটার পর একটা সন্ধিক্ষণে ধর্মান্ধতার কোটরে নিজেদের নিঃশেষ করব না। এই নিঃশেষ হওয়ার সংক্রমণ সামাজিক, অর্থনৈতিক সংকট পেরিয়ে আমাদের ভারতীয়ত্ব বোধেও ভাঙন ধরাবে। আগামী দিন তাহলে আরও সংকটময় হয়ে উঠবে। মনে রাখতে হবে নতুন প্রজন্মকে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের বাঁচতে হবে। বাঁচতে হবে ১৩০ কোটি মানুষকে নিয়ে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আর্যদের 'আক্রমণকারী' বলব না?

পবিত্র সরকার

খবরের কাগজে দেখলাম, খড়গপুর আইআটি-র প্রকাশিত একটি ক্যালেন্ডার নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে, তাতে নাকি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস পুনর্লিখনের এক অসমসাহসিক প্রয়াস দেখা গিয়েছে। আমি মুখ্যসুখ্য মানুষ ইতিহাসে পণ্ডিত তো দূরের কথা, ভাল ছাত্রও কোনও কালে ছিলাম না, ফলে এসব বিষয় নিয়ে মন্তব্য করা আমার পক্ষে বিপুল এক আস্পর্ধার কাজ। কিন্তু ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, জীবনে অনেকগুলি বছর লেখাপড়ার চর্চা করেছি বলে, কতকগুলো গোড়ার প্রশ্ন আমার মাথায় খোলা কাঁঠালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া মাছির মতো ভনভন করছে। প্রথমত, আমি জানতুম না, আইআইটি এরকম জ্ঞানগর্ভ ক্যালেন্ডার বের করে ক্যালেন্ডার প্রকাশ করার মধ্যে অপরাদের কিছুই নেই, অনেক প্রতিষ্ঠানই মনের ফুর্তিতে ক্যালেন্ডার ডায়েরি ইতাদি বের করে। তাতে কর্মী আর গ্রাহকদের উপরকার হয়। কিন্তু আইআইটি-র সুদীর্ঘ ইতিহাসে এরকম জ্ঞানগর্ভ ক্যালেন্ডার আগে তারা বের করেছে কি না জানি না। হয়তো করেছে, কিন্তু ক্যালেন্ডার আগে তারা বের করেছে কি না জানি না। হয়তো করেছে, কিন্তু ক্যালেন্ডার ছাপিয়ে ভারতীয় চিন্তাজগতে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধাব---এরকম লক্ষ্য নিয়ে বোধহয় আগে কোনও ক্যালেন্ডার মুখ দেখায়নি। দেখালে, মিডিয়া তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, এখন যেমন পড়েছে।

দু'নম্বর, আইআইটি-র কর্তারা যে ভেবেছেন, তাঁদের প্রচারিত এত সব দামি দামি পৃথিবী কাঁপানো সংবাদ প্রচারের জন্য ক্যালেন্ডারই শ্রেষ্ঠা উপায়, কোনও গবেষণা পত্রিকা নয়, সেটা আমার একটু আশ্চর্য লাগল। করণ পৃথিবীতে যুগান্তকারী এবং ভূমিকম্প জাগানো কথা বলতে হলে জ্ঞানী লোকেরাকোনও আন্তর্জাতিক 'জার্নাল' বেছে নেন। যেমন ডাক্তারিতে 'দ্য ল্যানসেট', পদাথবিজ্ঞানে 'দ্য ফিজিক্যাল রিভিট', ভাষাবিজ্ঞানে 'আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজ', লিঙ্গুইস্টিকে 'দ্য এনকুয়ারি' ইত্যাদি। পাঠকরা আরও কত নাম দিতে পারবেন। ভারতেও কত নামী অ্যাকামেডিক জার্নাল আছে। এই ক্যালেন্ডার -কর্তারা সেসবের মধ্যে না ঢুকে একটা ক্যালেন্ডারের বারো-তেরোটা পাতা বেছে নিলেন এই বিদ্যার পৃথিবী উলটে দেওয়া মতামতগুলো প্রচারের জন্য—এটা কীরকম অদ্ভুত মনে হচ্ছে ।এ লেখায় উৎসনির্দেশ নেইষ পাদটীকা নেই। ব্যাখ্যা নেই। শুধু কতগুলো কথা বলছি,কাজেই ব্যাটরা, তোদের এগুলো সত্যি বলে মানতে হবে, না মাসিক তো তোদের চোদ্দোপুরুষ নরকে পচবে— এরকম ভাব। ক্যালেন্ডারে এরকম বিদ্যাবিল্পবের পদ্ধতি খুবই নতুন, জানি না পৃথিবীর বিদ্বজ্জনসমাজ এটাকে মেনে নেবে কি না। আরও একটা প্রশ্ন, আইআইটি-র সবাই কি জানতেন যে এরকম একটা বৈপ্লবিক ক্যালেন্ডার তৈরি হতে যাচ্ছে তাঁদের প্রতিষ্ঠান থেকে এবং এটা তাঁদের সম্মিলিত সর্বসম্মত গবেষণার এক শ্রেষ্ঠ উৎপাদন? এতে উৎকীর্ণ কথাগুলো তাঁদের প্রত্যেককে মানুষের কাছে 'বুদ্ধ' প্রমাণ করবে না, এ ব্যাপারে কি তাঁরা নিশ্চিত আর আত্মবিশ্বাসী? আমি আশা করব, আইআইটি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাঁদের মত খোলাসা করে হতচ্ছাড়া আর মূর্খ পাবলিককে জানাবেন, বলবেন যে 'ওই ক্যালেন্ডারই আমাদের বাণী'?

এতে বৈদিক আর মহেঞ্জোদরো সভ্যতার মধ্যে ধারাবাহিকতা কল্পনা করা হয়েছে, আর জ্ঞঅন ও চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতের বিপুল শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। (পশ্চিমিরা আমাদের ধারে কাছে পৌঁছতে পারে না, আর্যদের আক্রমণ বা অভিযানকারী কলঙ্ক স্খালন করার চেষ্টা করা হয়েছে, ভারতের (Spirtuality) বা আধ্যাত্মিকতার জয়গান করা হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সব আমার বিষয় নয়, আশা করি, ভারতীয় ইতিহাসবিদরা, যদি এগুলকে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা বলে মনে করেন, সেসবের উত্তর দেবেন। করে এই প্রশ্ন করব যে এক আর্যদের ভাষা ভারতে এসে পৌঁছেছিল, একেবারে অসম পর্যন্ত তা ছড়িয়ে গিয়েছে। তাতে ভারতে তার আগের ভাষা ভারতীয়রা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। আর এখটা বাষা এসে আগের ভাষা ভুলিয়ে দেয় তখনই যখন তার সঙ্গে একটা আধিপত্য বা গায়ের জোর থাকে। আর্যরা শক্তিশালী না হলে তা হতে পারত না। দু'নম্বর কথা, 'রামায়ম' আর 'মহাভারত' তো আর্যপ্রভাব বিস্তারেরই গল্প, তাতে তা যুদ্ধ করেছে আর্যরা, জিতেছে। তাতে তাদের 'আক্রমণকারী' বলব, না বলব না? তিন নম্বর, ভারতে বৈদিক সভ্যতা আর পরবর্তী পৌরাণিক সভ্যতা মূলত ব্রাহ্মণশাসিত সভ্যতা, যা জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি করেছে এবং অব্রাহ্মণ আর দলতিদের উপর শ'য়ে-শ'য়ে বছর ধরে অশেষ অত্যাচার করেছে। তার কুৎসিত প্রভাব থেকে এখনও ভারত মুক্ত হয়নি। তার এত মহিমাখ্যাপন করার কী আছেৎ সে ইতিহাস কোন পদের ইতিহা, যা শুদু একচোখে হরিণের মতো (কল্পিত?) ভালটাই দেখে, খারাপটা দেখে না?

প্রাচীন ভারতের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল অর্জন নিশ্চয়ই ছিল, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা স্বীকৃতও হয়েছে। শূন্যের আবিষ্কার, জ্যামিত, চিকিৎসাবিদ্যা, পদার্থবিদ্যাও নভোপদার্থবিদ্যা, রসায়ন, দর্শন (যার ছ'টি প্রস্থানের মধ্যে অন্তত তিনটি-সাংখ্য, বৌদ্ধ আর বার্হস্পত্য চিল নাসিতকতার দর্শন), ভাষাবিজ্ঞান (রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় যা অনুপস্থিত) ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানবসভ্যতায় তার দান কম নয়। কিন্তু তার পাশাপাশি এ-ও তো স্বীকার করতে হবে যে, সামান্যসংখ্যক উচ্চবর্ণ ছাড়া ভারতের অধিকাংশ মানুষ ছিল নিরক্ষর এবং বিপুল দারিদ্র আর অপমানে লাঞ্ছিত। তা থেকে তো আমরা এখনও বেরতে পারিনি, স্বাধীনতার এই প্লাটিনাম জয়ন্তীতেও ।এখন দুই বাহু তুলে অতীত অতীত' বলে উদ্দাম ধুনুচি-নৃত্য করলেই শুধু হবে? (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন দলের রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী। ছবি ঃ নিজস্ব

বুল্লি বাই বিতর্কে গ্রেফতার রসায়নে ৯৯ পাওয়া মেধাবী পড়ুয়া

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): বিতর্কিত অ্যাপ বুল্লি বাই বিতর্কে গ্রেফতার তৃতীয় অভিযুক্ত। উত্তরাখণ্ডের পাওরি গেরওয়ালের কোটদ্বার এলাকার ২০ বছরের তরুণ মায়াঙ্ক রাওয়াত এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া তৃতীয় ধৃত। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় রসায়নে ৯৯ পাওয়া মায়াঙ্ক কীভাবে এমন এক কাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গেল, তা নিয়ে হতবাক পুলিশ।

বুল্লি বাই অ্যাপ নিয়ে ইতিমধ্যেই তোলপাড় দেশ। মহিলাদের নিশানা করে অশ্লীল বার্তাবহ এই অ্যাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে এই কাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে এই মামলায় চলছে ধরপাকড়। এই মামলায় তৃতীয় অভিযুক্ত ধরা পড়েছে। উত্তরাখণ্ডের পাওরি গেরওয়ালের কোটদ্বার এলাকার এক ২০ বছরের তরুণ মায়াঙ্ক রাওয়াত এই মামলায় গ্রেফতার হয়েছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার হেমন্ত নাগরালে।

বাবা পেশায় সেনা জওয়ান। তিনি আপাতত জম্মুতে পোস্টে। এমনই এক বাড়ির সন্তান "বুল্লি বাই" বিতর্কের তৃতীয় অভিযুক্ত মায়াঙ্ক। এর আগে, এই মামলায় এক ১৮ বছরের তরুণী গ্রেফতার হয়েছে। জানা গিয়েছে, বুল্লি বাই মামলায় উত্তরাখণ্ডের কোটদ্বারের মায়াঙ্ককে রাত ২ টো নাগাদ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কোটদ্বারে মায়ের সঙ্গেই থাকত মেধাবী ছাত্র মায়াঙ্ক। বাবা কর্মসূত্রে ভারতীয় সেনার জওয়ান। মায়াঙ্কের কেরিয়ার গ্রাফ অনেককেই চমকে দিতে পারে। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় রসায়নে ৯৯ পাওয়া মায়াঙ্ক কীভাবে এমন এক কাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গেল, তা নিয়ে হতবাক অনেকেই। বর্তমানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাকির হুসেন কলেজে রসায়নের ছাত্র মায়াঙ্ক বহুদিন ধরেই এক রহস্যজনক ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ রাখছিল বলে খবর। যে ব্যক্তি তাকে বিশেষ কিছু লিঙ্ক সরবরাহ করত, বলে সে পুলিশকে জানিয়েছে।

এদিকে, উত্তরাখণ্ড পুলিশ জানিয়েছে, মায়াঙ্কের মোবাইল ট্রেস করে মুম্বই পুলিশ উত্তরাখন্ড পর্যন্ত পৌঁছয়। এই মোবাইল থেকেই মায়াঙ্ক বুল্লি বাইয়ের লিঙ্ক ছড়িয়ে দিত বলে খবর। আপাতত বুল্লিবাই মামলায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতারিতে ও তদন্তে মুম্বই পুলিশকে সাহায্য করছে উত্তরাখণ্ড পুলিশ। একথা জানিয়েছেন পাওরি গেরওয়ালের পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট যশবন্ত সিং।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে দিলীপ ঘোষের বৈঠক নিয়ে জল্পনা

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : তৃণমূলের ডাকে তৎপর হতেই হল বিজেপিকে, থুড়ি দিলীপ ঘোষকে। মাঠে নামতে হচ্ছে তাঁকে দলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে দলে ধরে রাখার জন্য তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বুধবার বিশেষ সূত্রে সেই রকমই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

বুধবার সকালে দিলীপ ঘোষ জানান, 'কোনও সমস্যা হলে সমাধানের জন্য লোকজন আছে। তাঁরাই দেখবেন। শান্তনু ঠাকুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ভাল কাজ করছেন। উনি যে বৈঠক করেছেন তাতে তো আমাকে ডেকে পাঠাননি। যারা গিয়েছিল তারাই বলতে পারবে ঠিক কী বিষয় নিয়ে বৈঠক হয়েছে। মিটিং হতেই পারে। আমার মতো সবাই তো আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিটিং করে না। কেউ কাউকে বাড়িতে ডাকতেই পারেন। ডাকলে নিশ্চয় যাব।'

এর পরেই শোনা যাচ্ছে শান্তনুবাবুর ক্ষোভ প্রশমণে দ্রুত বৈঠক হতে পারে তাঁর ও দিলীপ ঘোষের মধ্যে। কেননা শান্তনুবাবু বা বিক্ষুব্ধ বিজেপি বিধায়কেরা তৃণমূলে চলে যান এমনটা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছেন না। সেই জায়গা থেকেই ক্ষোভ প্রশমণে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে পদক্ষেপ করতে বলতে পারে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তবে দলের সাংগঠনিক পদে রদবদল না হলে পরিস্থিতি বিজেপির অনুকূলে থাকবে না।

বনগাঁর বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী তথা মতুয়া সমাজের অন্যতম শীর্ষ নেতা শান্তনু ঠাকুরের ক্ষোভ নিয়ে চর্চা হচ্ছে বিভিন্ন স্তরে। সম্প্রতি বঙ্গ বিজেপিতে সব কমিটিই নতুন করে গঠিত হয়েছে। আর সেখানেই ঘটেছে বিপত্তি। বিজেপির একাংশের অভিযোগ সেই কমিটিতে গুরুত্বই দেওয়া হয়নি মতুয়া নেতাদের। তার জেরে ইতিমধ্যেই বিজেপির ৫ মতুয়া বিধায়ক দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়েছেন। দলের সব সভা ও কর্মসূচীতেও যাওয়া বন্ধ করেছেন তাঁরা। এই অবস্থায় শান্তনু সহ ওই বিজেপি বিধায়কদের তৃণমূলে যোগ দিতে ডাক দিয়েছেন রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। মঙ্গলবার তিনি সেই আহ্বাণ জানিয়েছেন। মঙ্গল রাতেই দলের ওইসব বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন শান্তনুবাবু। মতুয়া সমাজের বিজেপি নেতা থেকে জনপ্রতিনিধিদের মূল ক্ষোভ দলের রাজ্য কমিটিতে কোনও মতুয়া নেতাকে স্থান দেওয়া হয়নি। আবার মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ, রানাঘাট, কল্যাণী, নবদ্বীপ প্রভৃতি এলাকায় দলের কমিটিগুলিতেও মতুয়া নেতাদের গুরত্ব দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে গুরুত্ব পেয়েছেন দলের সঙ্ঘ ঘনিষ্ঠ নেতারা। এই ক্ষোভের জেরেই বিজেপির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়ে বেড়িয়ে গিয়েছেন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার, রানাঘাট দক্ষিণের বিধায়ক পঙ্কজ কুমার মণ্ডল, গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর ও কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায়।

মতুয়াদের গুরুত্ব না দেওয়ায় চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ হন শান্তনু। তিনি শুধু দলের সাংসদ বা কেন্দ্রের প্রতিমন্ত্রীই নন, মতুয়া ধর্মসমাজের মূল স্তম্ভ ঠাকুরবাড়ির পরিবারের সদস্যও। তিনি মঙ্গলবার রাতে দলের সেই ক্ষুব্ধ বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেন। তার আগেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমে জানিয়ে দেন, শান্তনু সহ বিক্ষুব্ধ বিজেপি বিধায়কেরা তৃণমূলে যোগ দিতে চাইলে দল তা অবশ্যই খতিয়ে দেখবে। এর পরে রাতে শান্তনুর ওই বিধায়কদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক বঙ্গ বিজেপির অন্দরে রীতিমত অস্বস্তি ছড়িয়ে দিয়েছে।

অতিমারির এই সময় মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন সুজনের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : অতিমারির বাড়াবাড়ির এই সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

বুধবার সুজনবাবু লিখেছেন, "গঙ্গাসাগর মেলায় ৩০ লক্ষ সমাগমের উদাত্ত আহ্বান। আশীর্বাদ"ও নিয়েছেন মাননীয়া।ভাইপোর উদ্যোগে খেলার নামে বাটানগরে ভীড় আর নাচা-গানা। দায়িত্বজ্ঞানহীনতা চূড়ান্ত।কিন্তু তারপর? মাননীয়া কোথায়? আর কিছুই বলছেন না যে! দেখাও যাচ্ছে না ইদানিং। সবই অনুপ্রাণিত মুখ্যসচিবের ঘাড়ে ? "টুইটের সঙ্গে সুজনবাবু যুক্ত করেছেন এদিনের একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবরের প্রতিলিপি। এতে লেখা, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নবান্নে যাচ্ছেন না। বাড়ি থেকে বেরচ্ছেন না। চারদিন আগে এই নিভৃতবাস শুরু মুখ্যমন্ত্রীর, এমনই জানা যাচ্ছে নবান্ন সূত্রে। তবে দলের নাম তৃণমূল। রাজ্য যখন সংক্রমণ দ্রুত ছড়াচ্ছে জেলায় জেলায়। প্রার্থীপদ জমা দিতে কাণ্ডজ্ঞানহীন তৃণমূল নেতারা জমায়েত করেছেন, মিছিল করেছেন। রীতিমতো নাচছেন। শাসক দলের এই জ্ঞানগমিহীনতার খেসারত দিচ্ছেন রাজ্যবাসী। জানা গিয়েছে, নবান্নে যাচ্ছেন না মুখ্যসচিব। হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীও। এমনটাই নবান্ন সূত্রে খবর। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিবেরই এই হাল, রাজ্যবাসী কী অবস্থায় আছেন। এক কথায় বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ। সিপিআই(এম)"র রাজ্য সম্পাদক সূর্য মিশ্র "পজিটিভ" হলে তা প্রকাশ করার সাহস দেখাতে পারেন তিনি এবং পার্টি। কারণ, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জনস্বাস্থ্য, মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধের প্রশ্ন। কিন্তু নবান্নের ১৪ তলায় বসে যিনি রাজ্য শাসন করছেন, তাঁর পক্ষ থেকে কেউ তাঁর নিভৃতবাস নিয়ে একটি মন্তব্য করার সাহস দেখাচ্ছেন না।"

করোনা-থাবা এবার সিবিআই দফতর পুলিশে, আক্রান্ত একের পর এক

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনার থাবা এবার সিবিআই অফিসে। সূত্রের খবর, নিজাম প্যালেস ও সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স মিলিয়ে ১৩ জন সিবিআই অফিসার করোনা আক্রান্ত। এঁদের মধ্যে আছেন সিবিআইয়ের ব্যাঙ্ক জালিয়াতি দমন, চিটফান্ড তদন্ত ও দুর্নীতিদমন শাখার কিছু অফিসার।

সিবিআই সূত্রে খবর, এই পরিস্থিতিতে ৪০ শতাংশ কর্মী নিয়ে চলবে কাজ। বাকিরা থাকবেন কোয়ারেন্টিনে। সিবিআইয়ের দুটি অফিসই স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশেও বাড়ছে সংক্রমণ। দ্বিতীয়বার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বেনিয়াপুকুর থানার ওসি। রয়েছেন নিভৃতাবাসে। এর আগেও করোনা আক্রান্ত হন বেনিয়াপুকুর থানার ওসি অলোক সরকার। শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেবার ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। করোনার থাবা ভবানীপুর থানায়। ওসি ও অতিরিক্ত ওসি ছাড়া আক্রান্ত থানার ৩০ জন পুলিশ কর্মী। এই পরিস্থিতিতে থানার স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা। সস্ত্রীক করোনা আক্রান্ত কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক অরিজিৎ সিনহাও। মৃদু উপসর্গ নিয়ে বাড়িতে রয়েছেন নিভৃতাবাসে। বর্ষবরণের রাতে দায়িত্বে ছিলেন ডিসি ট্রাফিক। দ্বিতীয়বার করোনা আক্রান্ত জয়েন্ট সিপি এসটিএফ ভি সলোমন নিশাকুমার। বাড়িতে রয়েছেন নিভৃতাবাসে। এর আগে করোনা আক্রান্ত হন ডিসি পোর্ট, ডিসি সাউথ, ডিসি ট্রাফিক সাউথ, ডিসি ফোর্থ ব্যাটেলিয়ন, ডিসি ডিডি স্পেশাল, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের এক শীর্ষ কর্তা, জয়েন্ট সিপি ট্রাফিক, অ্যাডিশনাল সিপি থ্রি দেবাশিস বড়াল-সহ কলকাতা পুলিশের একাধিক কর্তা।

বৃহস্পতিবার শুরু উচ্চমাধ্যমিকের আবেদনপত্র পূরণ, মানতে হবে কিছু নিয়ম

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : স্কুলে ডেকে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকের প্রক্রিয়া। এদিকে রাজ্যে করোনা এবং ওমিক্রন দাপট ক্রমশ বাড়ছে। চিন্তা বৃদ্ধি হচ্ছে দৈনিক আক্রান্ত নিয়ে। এই আবহে তাই আবেদনপত্র পূরণের সময় মানতে হবে সরকারের নির্দিষ্ট করোনা বিধি।বুধবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে, সেখানে বলা হয়েছে একসঙ্গে ১০ জনের বেশি ছাত্রকে স্কুল চত্বরে আনা যাবে না। এও জানান হয়েছে, মানতে হবে সামাজিক দূরত্ববিধিও।স্কুলগুলিকে এই মর্মে নির্দেশিকাও পাঠানো হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে।

বুধবার মেলারমাঠে পুলিশের গাড়ি একটি অটোকে ধাক্কা দিয়েছে। তাতে স্থানীয় জনগণ বিক্ষোভ দেখিয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

করোনা-আক্রান্ত বিহারের দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী, সংক্রমিত আরও অনেকেই

পাটনা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। পিছিয়ে নেই বিহারও। বিহারে এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যের দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী, রেণু দেবী ও তারকিশোর প্রসাদ। সংক্রমিত হয়েছেন বিহারের মন্ত্রী সুনীল কুমারও। করোনা-আক্রান্ত হওয়ার তালিকায় রয়েছেন আরও অনেকেই।

বুধবার বিহার সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী রেণু দেবী ও তারকিশোর প্রসাদ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন বিহারের তিনজন মন্ত্রী, যথাক্রমে-সুনীল কুমার, অশোক চৌধুরী এবং বিজয় চৌধুরী। স্বস্তির বিষয় হল, সকলেই এখন সুস্থ আছেন এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলছেন।

ঝাড়খণ্ডের পাকুরে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৮, প্রাণে বাঁচলেন ১২ জন

পাকুর, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের পাকুর জেলায় বাস ও গ্যাস সিলিন্ডারবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৮ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১২ জন। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পাকুর জেলার আমরাপাড়া থানার অন্তর্গত সালপাত্র গ্রামের কাছে। আহতদের প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে কয়েকজনকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টর মনোজ কুমার জানিয়েছেন, বুধবার সকালে পাকুর জেলার আমরাপাড়া থানার অন্তর্গত সালপাত্র গ্রামের কাছে যাত্রীবাহী বাস ও গ্যাস সিলিন্ডারবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের এবং ১২ জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি বারহারওয়া থেকে দুমকা অভিমুখে যাচ্ছিল, বিপরীত দিক থেকে আসছিল ট্রাকটি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতার অভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলওয়ামা-এনকাউন্টারে নিকেশ ৩ জইশ জঙ্গি, মিলল আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে দক্ষিণ কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার পর পুলওয়ামা। বুধবার সকালে পুলওয়ামা জেলার চাঁদগাম এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী, নিহত জঙ্গিরা জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল। তাদের মধ্যে একজন পাকিস্তানি। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বেআইনি সামগ্রী, ২ এম-৪ কার্বাইন ও একটি একে সিরিজের রাইফেল-সহ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের গতিবিধির খবর পাওয়ার পর বুধবার ভোররাত থেকেই পুলওয়ামা জেলার চাঁদগাম এলাকায় অভিযান চালানো হয়। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই চারিদিক থেকে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। শুরু হয় এনকাউন্টার, চলতে থাকে এলোপাথাড়ি গুলির লড়াই। পরে কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, পুলওয়ামা জেলার চাঁদগাম এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৩ জন জইশ সন্ত্রাসবাদী। তাদের মধ্যে একজন পাকিস্তানি। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বেআইনি সামগ্রী, ২ এম-৪ কার্বাইন ও একটি একে সিরিজের রাইফেল-সহ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

মুরলি মনোহর যোশীর শুভেচ্ছা কামনা নাড্ডা-র

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি .স.) : মুরলি মনোহর যোশীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা কামনা করলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। বুধবার নাড্ডাবাবু টুইটারে লেখেন, "দেশ ও সংস্থার সেবায় নিবেদিত বিজেপির প্রবীণ নেতা শ্রদ্ধেয় মুরলি মনোহর যোশী। তাঁর জন্মদিনে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। জাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ আপনার নিঃস্বার্থ চেতনা কোটি শ্রমিকের অনুপ্রেরণা। ঈশ্বরের কাছে আপনার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।"প্রসঙ্গত, মুরলি মনোহর যোশী (জন্ম ৫ জানুয়ারী ১৯৩৪) ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ সভাপতি ছিলেন। কানপুর সংসদীয় আসনের এই প্রাক্তন সংসদ সদস্য আগে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন।

জন্মদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা ধনকরের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি. স.) : জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

বুধবার রাজ্যপাল টুইটারে লিখেছেন, "মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর জন্মদিনে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। আপনি সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর সঙ্গে আশীর্বাদ করুন এবং সামাজিক কাজগুলি চালিয়ে যান।" সঙ্গে সস্ত্রীক রাজ্যপালের মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানানোর একটি ছবি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যপালের দায়িত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসার পর থেকে ধনকর রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। রাজ্যপাল নিয়মিত তা নিয়ে ধারালো টুইট করেন। তাঁর বুধবারের টুইট সেদিক থেকে একেবারেই ব্যতিক্রমী।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সিকিমের রাভাংলা

সিকিম, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সিকিমের রাভাংলা। বুধবার ভোর ৩টে নাগাদ রাভাংলায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রের খবর, এদিন তীব্রতা ছিল ৩.৭ রিখটার। রাভাংলা থেকে ১২ কিমি দূরে ও মাটির ৫ কিমি গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ভূমিকম্পের জেরে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর এখনও পাওয়া যায়নি।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ফের করোনায় আক্রান্ত রাজ ও শুভশ্রী! বাড়িতেই রয়েছেন নিভৃতবাসে

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): ফের কোভিডে আক্রান্ত হলেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ও কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। দু'জনেই বাড়িতে নিভৃতবাসে রয়েছেন। অনুগামীদের কোভিডবিধি মেনে চলার জন্যও টুইটে আবেদন জানিয়েছেন চিত্র পরিচালক রাজ। এ বারই প্রথম নয়। এর আগেও কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন টলিউডের এই তারকা দম্পতি। রাজ চক্রবর্তী প্রথম বার কোভিডে আক্রান্ত হন ২০২০ সালের আগস্ট মাসে। অন্যদিকে, রাজ যখন বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছিলেন শুভশ্রী। আক্রান্ত হয়ে সে সময় বাড়িতেই নিভৃতবাসে ছিলেন তিনি। তবে তাঁদের পুত্র ইউভান সুস্থই ছিল সে সময়। এবার তারকা দম্পতি ফের করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে রাজ চক্রবর্তী টুইট করে জানান, তাঁরা দু"জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।

প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী কে আয়াপ্পান পিল্লাই, শোকের আবহ কেরলে

তিরুবনন্তপুরম, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ অসুস্থতার পর প্রয়াত হলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিজেপি নেতা কে আয়াপ্পান পিল্লাই। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে তিরুবনন্তপুরমের একটি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন, বুধবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন পেশায় আইনজীবী কে আয়াপ্পান পিল্লাই। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৭ বছর।

পরিবার সূত্রের খবর, বহু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন কে আয়াপ্পান পিল্লাই। চিকিৎসাধীন ছিলেন একটি বেসরকারি হাসপাতালে, বুধবার জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম অনুরাগী ছিলেন পিল্লাই, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাতের পর জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন পিল্লাই। স্বাধীনতা সংগ্রামী কে আয়াপ্পান পিল্লাইয়ের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে সুরেন্দ্রণও শোকপ্রকাশ করেছেন।

ভারতে ১৪৭.৭২-কোটির বেশি টিকাকরণ, উর্ধমুখী নমুনা পরীক্ষাও

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): টিকাকরণ অভিযানে একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছে ভারত। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৯৬ লক্ষাধিক প্রাপক। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় মঙ্গলবার সারাদিনে টিকা নিয়েছেন ৯৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৩৮ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৪৭.৭২-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৪৭,৭২,০৮,৮৪৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ৬৮.৩৮-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৩,৮৮,৬৪৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৮,৩৮,১৭,২৪২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৩,৮৮,৬৪৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৮ হাজার ০৯৭ জন।

সপরিবার কোভিডে আক্রান্ত সোনু নিগম, আপাতত রয়েছেন নিভৃতবাসে

মুম্বই, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): সপরিবার কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন বলিউড গায়ক সোনু নিগম। টুইট করে সোনু নিজেই এ কথা জানিয়েছেন। সোনু ছাড়াও কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী মধুরিমা নিগম এবং ছেলে নীভম। বর্তমানে সোনু সপরিবার দুবাইয়ে আছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই ভুবনেশ্বরে একটি শো-এর শ্যুটিংয়ের জন্য যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু কোভিড আক্রান্ত হওয়ায় আপাতত নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি। সোনু জানিয়েছেন, সামান্য উপসর্গ রয়েছে তাঁর। তবে অসুস্থ বোধ করছেন না।

ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন সোনু। সেখানে তিনি বলেন, 'আমি বর্তমানে দুবাইয়ে। দেশে ফেরার কথা ছিল। ভুবনেশ্বরে একটি রিয়ালিটি শোয়ের শ্যুটিংয়ের কথা রয়েছে। কিন্তু কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ায় আপাতত নিভৃতবাসেই রয়েছি। যত বার পরীক্ষা করিয়েছি, তত বারই রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আমি সুস্থ আছি। কিন্তু আমার জন্য যাঁদের ক্ষতি হল তাঁদের জন্য খারাপ লাগছে।'

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শীতের সবজিতে কমবে ওজন

ওজন কমানোর পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় শীতের সবজি।

শীতকালে আলসেমি লাগে বেশি। বিপাক হ্রাস পায় ও ক্ষুধা বাড়ার কারণে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে শীতকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও ওজন কমাতে ভূমিকা রাখে এমন কয়েকটি সবজি সম্পর্কে জানানো হল।

গাজর: গাজর উচ্চ ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ শীতকালীন সবজি। এটা কম ক্যালরি ও উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ যা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে। সালাদ, স্মুদি বা সুপ-সহ নানাভাবে খাবারে যোগ করা যায় গাজর। এতে আরও রয়েছে ভিটামিন বি, বি২, বি৩, সি, ডি, ই, কে এবং বিটা ক্যারটিন। খাবারে গাজর যোগ করা দৃষ্টি শক্তি বাড়ায়, বয়সের ছাপ ধীর করে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। ত্বক, চুল ও নখ সুন্দর রাখে।

পালংশাক: এই শাক লৌহ, জিংক, ম্যাগ্নেসিয়াম, ভিটামিন কে ও ভিটামিন এ সমৃদ্ধ। শীতকালে প্রতিদিন পালংশাক খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, পেশি সুগঠিত করে, কর্মশক্তি বাড়ায় এবং ওজন কমাতে সহায়তা করে। এটা কম ক্যালরি, উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ। ডিম ভাজি, সালাদ, স্মুদি ইত্যাদি তৈরিতে পালংশাক যোগ করা যায়।

বিটরুট: বিটরুট বা বিট উচ্চ জলীয় ও স্বল্প আয়োতন সমৃদ্ধ। এই দুই উপাদানই ওজন কমাতে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরচর্চার পরে বিটরুট খাওয়া পেশি পুর্নগঠনে সহায়তা করে। বিটরুট ভিটামিন এ, বি, সি এবং খনিজ উপাদান পটাশিয়াম, লৌহ ও ফোলায়েট সমৃদ্ধ। এটা খুব ভালো পরিশোধক যা রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, স্থূলতা ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও, বিট শ্বেত রক্ত কণিকা বাড়ায় যা রোগজীবাণুর সঙ্গে লড়াই করতে সহায়তা করে।

মিষ্টি আলু: মিষ্টি আলু প্রোটিন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন সি, এ এবং ভিটামিন বি৬ সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন- বিটা ক্যারোটিন ও ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ। ওজন কমাতে চাইলে এটা দিনের মধ্যভাগে নাস্তা হিসেবে খেতে পারেন। এর আঁশ ক্ষুধার হরমোনের মাত্রা কমায়। মিষ্টি আলু পেট ভরা রাখে, হজম ধীর করে এবং রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। এতে অতিরিক্ত ও অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ঝুঁকি কমে। ওজন কমাতে চাইলে মিষ্টি আলু বেইক বা সিদ্ধ করে খেতে পারেন। কারণ এতে ক্যালরির মাত্রা কম থাকে।

ভিটামিন ই সমৃদ্ধ তেল

এছাড়াও দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও কোষের কার্যকারিতা সঠিকভাবে চালাতে সহায়তা করে।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ভিটামিন ই পাওয়া যায় এমন কয়েকটি তেল সম্পর্কে জানানো হল।

কাঠ-বাদামের তেল: ত্বকের যত্নে প্রাচীনকাল থেকেই নারীরা কাঠ-বাদামের তেল ব্যবহার করে আসছেন কারণ এতে আছে ভিটামিন ই যা ত্বকের যত্নে প্রয়োজনীয়।

নারিকেল তেল: নারিকেল তেলে লৌহ, ভিটামিন কে ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন ই পাওয়া যায়। ত্বকের দাগ ছোপ ও বলিরেখা কমাতে নারিকেল তেল ভূমিকা রাখে। তাই ত্বক ভালো রাখতে প্রতিদিন কয়েক ফেঁটা নারিকেল তেল ত্বকে ব্যবহার করা ভালো।

রেড়ির তেল: বা ক্যাস্টর অয়েল চুল ঘন, মসৃণ করার পাশাপাশি চুল বড় করতেও সহায়তা করে। কারণ এতে আছে ভিটামিন ই।

জলপাইয়ের তেল: জলপাইয়ের তেলে ভালো পরিমাণে ভিটামিন ই পাওয়া যায় যা চুল সুস্থ ও সুন্দর রাখতে সহায়তা করে। সুস্বাস্থ্যের জন্য জলপাইয়ের তেল ত্বক ভালো রাখতেও সহায়তা করে।

প্রতিদিন আপেল খাওয়ার উপকারিতা

প্রতিদিন একটি আপেল খেলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া থেকে দূরে রাখে।

প্রচলিত এই কথার গুরুত্ব কতটুকু তা বুঝতে হলে আপেল খাওয়ার উপকারী দিকগুলো সম্পর্কে জানা ভালো।

তার মানে এই নয় শুধু আপেল খেয়েই থাকতে হবে। আপেলের মতো প্রতিদিন একটি কলা খাওয়াও শরীরের জন্য উপকারী। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য নিজেকে স্বাস্থ্যকর খাবারে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন।

ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না- এটা একটা কথার কথা হলেও আপেলে বেশ কিছু উপাদান রয়েছে যা আসলেই শরীরের জন্য ভালো।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল আপেলের উপকারী দিক সম্পর্কে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: স্ন্যাকস বা নাস্তা হিসেবে যদি এমন কিছু খাওয়া যায় আপনার ওজন কমাতে সহায়ক হবে তবে তো সোনায় সোহাগা। আপেল ঠিক সেই কাজটিই করে। এতে আছে জল আর ভোজ্য আঁশ, যা পেট ভরা রাখে লম্বা সময়। যেকোনো বেলার খাবার খাওয়ার আগে কয়েক টুকরা আপেল খেয়ে নিলে পেট ভরবে অল্পতেই। ফলে প্রায় ২০০ ক্যালরি পর্যন্ত কম গ্রহণ করবেন।

স্নায়ুবিক স্বাস্থ্যের উন্নতি:আপেলে থাকা পুষ্টি উপাদান ‘কোয়েরসেটিন’য়ের মাঝে ‘নিউরোপ্রোটেক্টিভ’ প্রভাব পেয়েছেন গবেষকরা। ফলে আপেল নিয়মিত খাওয়ার কারণে মস্তিষ্কের ‘নিউরন’গুলো আরও বেশিসময় কর্মক্ষম থাকবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: আপেল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। আর বর্তমান মহামারীর সময়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রত্যেকেরই পরম বন্ধু। এখানেও পর্দার আড়ালে কাজ করে ‘কোয়েরসেটিন’, যা প্রদাহ কমাতেও সহায়ক হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, আপেল খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া চলবে না।

হৃদরোগের ঝুঁকি: হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে আপেল নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি হয় না। তবে এর উপকারিতা মোটেই অবহেলার যোগ্য নয়। পাশাপাশি আপেলে থাকা ‘ফ্লাভানয়েড’ ‘স্ট্রোক’য়ের ঝুঁকি কমায় প্রায় ২০ শতাংশ। আবার কোলেস্টেরল কমাতেও আপেলের ভূমিকা আছে।

অন্ত্রের সুস্বাস্থ্যে: অন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের চিন্তা থাকে কমই। তবে প্রতিদিন আপনার মন মানসিকতা কেমন থাকবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপরেই। হুটহাট পেট ব্যথা, পেট ফোলা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদির ব্যাখ্যা হয়ত অন্ত্রের সমস্যাই। অন্ত্রের অবস্থা ভালো রাখতে কার্যকর একটি ‘প্রোবায়োটিক’ উপাদান হল ‘পেকটিন’ যা মেলে আপেল থেকে।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়: আপেল হতে পারে আপনার ক্যান্সার থেকে দূরে থাকার চাবিকাঠি, বিশেষ করে যারা ধূমপান করেন কিংবা আগে করতেন। ফুসফুস ক্যান্সার বিষয়ক একাধিক গবেষণা এমনটাই দাবি করে। এতে ‘ফাইটোকেমিকেল’ ও আঁশ থেকে ‘অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট’য়ের সুবিধা মেলে, যা কোষকে বিভিন্ন ক্ষয় থেকে সুরক্ষা দেয়।কমায়: প্রতি সপ্তাহের কয়েকটি আপেল খাওয়া আপনাকে ডায়াবেটিসের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। আবার প্রতিদিন একটা খেতে পারলে আরও ভালো, এতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে প্রায় ২৮ শতাংশ, দাবি বিশেষজ্ঞদের।

অ্যালার্জি থেকে সুরক্ষা: আপেলকে প্রতিদিন খাদ্যাভ্যাসে যোগ করার আগে আপনাকে জেনে নিতে হবে এই ফল বা ফলটির কোনো উপাদানে আপনার অ্যালার্জি আছে কি না। যদিও এমনটা হওয়া বেশ দুর্লভ, তবে সাবধানের মার নেই। আপেল খাওয়ার পর ত্বকের কোথাও ফুলে ওঠা, চুলকানি, জিভ চুলকানো ইত্যাদি দেখা দিলে বুঝতে হবে আপনার অ্যালার্জি আছে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

হাঁপানির তীব্রতা কমাতে: নিয়মিত কী পরিমাণ আপেল খাচ্ছেন সেটার ওপর নির্ভর করে হাঁপানির সমস্যা কমে। ‘অ্যাডভান্সেস ইন নিউট্রিশন’ জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, প্রায় ৬৮ হাজার নারীকে নিয়ে করা গবেষণায় দেখা যায়, যারা দিনে একটি আস্ত আপেল গ্রহণ করেছেন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাদের হাঁপানির তীব্রতা কমেছে সবচাইতে বেশি। যারা দিনে একটি আপেলের ১৫ শতাংশ খেয়েছেন তাদের রোগের তীব্রতা কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ।

দাঁত সাদা করে: আপেল দাঁতের হলদেটে ভাব দূর করতেও বেশি কার্যকর। আপেল চিবানো সময় তা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্যকণা এবং দাঁতের ওপরের হলদেটে আস্তর পরিষ্কার করে। আপেলে অম্লীয় গুণই এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

আমাদের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক পাকস্থলী

আমাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিস্ক। আচরণ, চিন্তা, এমনকি আমাদের শারীরিক গঠন কেমন হবে সবই নিয়ন্ত্রণ হয় মস্তিষ্ক থেকে। অবাক করা কথা হলো, আমাদের মস্তিস্ক নাকি আসলে দুটি।

যুক্তরাষ্ট্রের আসাপ সায়েন্স নামে একটি গবেষণা টিমের পক্ষ থেকে একথা বলা হচ্ছে। তারা বলছে, পাকস্থলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নালী কোলন এনটারিক নারভাস সিস্টেম’ নামে একগুচ্ছ স্নায়ু আমাদের নিয়ন্ত্রর করে।

ইতা, উদ্বিগ্নতাসহ আরও অনেক মানসিক জটিলতা ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দূর হয়ে যেতে পারে।

ওই গবেষক দলের দাবি, আমরা যতটা ধারণা করি- দ্বিতীয় মস্তিষ্কের প্রভাব আমাদের ওপর চার চেয়ে অনেক বেশি।

চিকিৎসাশাস্ত্রে এই দ্বিতীয় মস্তিস্ককে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। কারণ, এটি কেবল আমাদের খাদ্যনালী থেকে শুরু করে মলদ্বার পর্যন্ত পরিপাকতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে না গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, মস্তিষ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলেও এই দ্বিতীয় মস্তিস্ক শরীরকে সচল রাখতে সক্ষম।

এখানেই শেষ নয়, আমাদের মনের ওপরও রয়েছে এক আশ্চর্য রকম নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয় মস্তিস্ক নাকি আমাদের মানসিক অবস্থা এবং আচরণ দুটিই নিয়ন্ত্রণ করে।

আমাদের শরীরের প্রায় অর্ধেক ডোপামিন (ডোপামিন হলো একটি হরমোন এবং ক্যাটেকোলামাইন ও ফেনাথ্যালামিন পরিবারের একটি নিউরো ট্রান্সমিটার যা মানব মস্তিষ্ক ও শরীরের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে দরকার হয়) এবং ৯০ শতাংশ সেরোটোনিন (সেরোটোনিন হলো মস্তিষ্কের স্নায়ুকে সংযোগকারী একটি নিউরোট্রান্সমিটার, যার রাসায়নিক নাম ৫-হাইড্র ক্সিটি্র প্টামিন। রক্তনালিকায় রক্ত প্রবাহে সাহায্য করে এটি এবং মানুষের ভালো থাকার অনুভূতি দেয়। যেকারণে একে সুখানুভূতির হরমোনও বলা হয়। যদিও এটি হরমোন নয়, এটি একটি মনোএমাইন। অনেক উদ্ভিদ এবং ছত্রাকে সেরোটোনিন পাওয়া যায়) আসে কোলন থেকে। এখনো থাকা ব্যাকটেরিয়া হরমোন দু’টি ব্যবহার করে আমাদের ভালো থাকার অনুভূতি দেয়। আবার এই ব্যাকটেরিয়াগুলো মস্তিষ্কে সরাসরি নির্দিষ্ট কিছু খাবারের চাহিদার কথা জানায়।

নেতা যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের দ্য ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার ডেভিড জেফেন স্কুল অব মেডিসিনের সাইকায়াট্রি অ্যান্ড বিহেভিয়াল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক এমেরান মায়ের বলেন, এইপ্রক্রিয়াটা এতো জটিল যে এর একমাত্র কাজ হলো কোলন পরিষ্কার রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

তবে ব্যাকটেরিয়াগুলো কেবল ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে না,আমাদের মনের ওপর এদের প্রভাব রয়েছে। খাদ্যাভাসের জন্য যে কোনো বয়সী মানুষ বিষন্নতা এবং উদ্বেগে ভুগতে পারেন।গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকস্থলীর ব্যাকটেরিয়া আমাদের ব্যক্তিত্ব পাল্টে দিতে পারে। পাকস্থলীতে ব্যাকটেরিয়া ভালো থাকলে মানুষ অনেক বেশি ক্ষমাশীল এবং সামাজিক হয়ে ওঠে।

মাথায় ঘোলাটেভাব কারণ ও করণীয়

তবে স্নায়ুতন্ত্রের জন্য এগুলো হুমকি। এদের কারণে মনযোগ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দ্বিধাগ্রস্ততা বা ‘ব্রেইন ফগ’ হল সেই পরিস্থিতি যখন একজন মানুষ একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। মস্তিষ্কের জন্য যথেষ্ট গুরুতর এই সমস্যার প্রভাব আমাদের শারীরিক ও মানসিক দুয়ের ওপরেই বর্তায়। স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হলো এবিষয়ে বিস্তারিত।

ব্রেইন ফগ কী?

কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে ‘ব্রেইন ফগ’ যা মস্তিষ্কের মারাত্মক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতাকে দুর্বল করে, মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত করে এবং যেকোনো কাজেই দ্বিধাগ্রস্ত করে এই সমস্যা। মনযোগ ধরে রাখাও দুষ্কর হয়ে ওঠে, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়, চিন্তার ধারা হয় এলোমেলো। কারণ অভ্যন্তরীন বিভিন্ন সমস্যার বহিপ্রকাশ হল এই ‘ব্রেইন ফগ’। এই সাধারণ কারণগুলোর মধ্যে আছে,

ঘুমের অভাব:পর্যাপ্ত ঘুম না হলে মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করে না, এমনটা নিশ্চয়ই টের পান। যে কোনো জিনিস শেখা, বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে, যা মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতার তীক্ষ্ন না থাকার ফল। আর এজন্যই প্রতিদিন আট থেকে নয় ঘণ্টার ঘুম আবশ্যক। মানসিক চাপ ও অস্বস্তি:প্রতিনিয়ত মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে মানসিক অবস্থায় অবনতি হবে এমনটাই স্বাভাবিক। পাশাপাশি এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল হয়। ফলে শারীরিক ও মানসিক দুই দিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়েন। এখান থেকেও সৃষ্টি হতে পারে মানসিক অবসাদ ও ‘ব্রেইন ফগ’। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস: দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের ওপর মানসিক স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভরশীল। তাই খাদ্যাভ্যাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টির সরবরাহ না থাকলে মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারবে না, ফলে দেখা দিতে পারে ‘ব্রেইন ফগ’।

হরমোনের ভারসাম্যহীনতা: কিছু হরমোনের মাত্রা বেশি হওয়ার কারণেও ‘ব্রেইন ফগ’ দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি স্মৃতিশক্তি এবং জ্ঞানীয় ক্ষমতাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব একই কারণে। একইভাবে কিছু হরমোনের মাত্রা কম থাকার কারণেও একই সমস্যা দেখা দিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ‘ইস্ট্রোজেন’ হরমোনের কথা। রজঃবন্ধ হওয়া নারীর শরীরে এই হরমোনের মাত্রা কম হলে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যহানী ঘটে।

ওষুধের পার্শ-প্রতিক্রিয়া: বিভিন্ন ওষুধের পার্শ-প্রতিক্রিয়া হিসেবে ‘ব্রেইন ফগ’ দেখা দেয়। তাই এমন পরিস্থিতি অনুভূত হলে চিকিৎসকের সঙ্গে ওষুধ সম্পর্কে আলাপ করা উচিত।

রোগের কারণে: মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হয় কিছু রোগের কারণেও। সংক্রমণ, রক্তে শর্করা মাত্রা কমে যাওয়া ইত্যাদি যেসব রোগের কারণে দেখা দেয় সেগুলো থেকেই ‘ব্রেইন ফগ’ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ডায়াবেটিস, রক্তশূন্যতা, ‘হাইপোথাইরয়েডিজম’ ইত্যাদি এমন রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। করণীয় অন্যান্য সকল সমস্যার মতো ‘ব্রেইন ফগ’য়ের সমস্যা সমাধান করার আগে তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। কোনো রোগের কারণে এমনটা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মাফিক পরিপূরক পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করতে হবে। পাশাপাশি শরীরচর্চার দিকেও মনযোগ দিতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি মাধ্যমে ‘ব্রেইন ফগ’ সারিয়ে তোলা সম্ভব। করোনাভাইরাসের সঙ্গে সম্পর্ক ‘কোভিড-১৯’য়ের প্রভাব মস্তিষ্কের ওপর পড়ে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, প্রায় ৫৮ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদি ‘কোভিড-১৯’ রোগীর মাঝে মানসিক দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা গেছে। করোনাভাইরাসের পাশাপাশি বিভিন্ন ওষুধের প্রভাবও এখানে দায়ী হতে পারে। তাই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ নিয়েই নিশ্চিত সিদ্ধান্তের পৌঁছানো সম্ভব।

রাতের রানি নাইট কুইন

নাইট কুইন নাম শুনে সহজেই বুঝে নেওয়া যায় রাতের আঁধার আলো করে ফোটে ফুলটি। ফুলের সৌন্দর্য-সৌরভ ও প্রস্ফুটন সব মিলে এ ফুলকে দিয়েছে রানির আসন। যার ফলে এর নামকরণও সার্থক। সন্ধ্যা থেকেই একটু একটু করে কলি হতে ফুল ফোটার প্রস্তুতি নিয়ে একে একে সবগুলো পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়ে অপার সৌন্দর্যে রাতের নীরবতায় হাজির হয় ফুলটি। তাছাড়া নাইট কুহ্যসজ্জিত হয়ে ওঠে। তখনই বোঝা যায় নাইট কুইনের ফুল ফোটার সময় হয়েছে। ফুলটিকে সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না তার মূল কারণ হল ফুলটি নিজেকে আত্মপ্রকাশ ও বিকশিত করে রাতে। আবার রাত শেষ হওয়ার আগেই ঝরে যায়। অর্থাৎ ভোরের আলো ফোটার আগেই তার জীবনাবসান। তাই তো এ ফুলকে দুর্লভ ফুল বলে আখ্যা দেওয়া হয়। অনেক ধৈর্য, পরিশ্রম ও প্রতিরক্ষার পরই নাইট কুইন ফুল দেখার সৌভাগ্য হয়। তাও খুব বেশি সময়ের জন্য নয়। তাছাড়া চারা গাছ হতে ফুল ফোটতে সময় নেয় ৫ থেকে ৭ বছরেরও বেশি সময়। এর

চারা তৈরি হয় পাথরকুচি গাছের মতো পাতা থেকে। পাতা নরম মাটিতে রেখে দিলে তা থেকে ধীরে ধীরে চারা গাছ গজায় এবং এ চারা গাছ বড় গাছে পরিণত হয়। গাছের পাতার রং সবুজ ও বেশ পুরু। গাছ উচ্চতায় গড়ে ৪ থেকে ৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবার পাতা থেকেই প্রস্ফুটিত হয় ফুল।

ফুটন্ত ফুলের নয়নাভিরাম রূপ-সৌন্দর্য যে কাউকে আকৃষ্ট করবে। লম্বা বোঁটায় নমনীয় কোমল অনেকগুলো পাপড়ির সমন্বয়ে সৃষ্ট নাইট কুইন ফুল। মাঝে পরাগ অবস্থিত। ফুলের রং প্রধানত সাদা। তবে সাদা রঙের ফুলে মাঝে ঘিরে রঙের মিশ্রণ ও সুমিষ্ট গন্ধ সব মিলে নাইট কুইনকে দিয়েছে রাজকীয় ফুলের আসন। সর্বোপরি এসব গুণাবলির জন্যই নাইট কুইন ফুলকে বলা হয় রাতের রানি। নাইট কুইন সরাসরি মাটি ও টবে রোপণ উপযোগী ফুল গাছ। উঁচু ভূমি জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত রৌদ্রউজ্জ্বল স্থানে নাইট কুইন ভালো জন্মে। রাতের রানি বলে খ্যাত নাইট কুইন তার সৌন্দর্য বিলিয়ে দিয়ে প্রকৃতিতে সাজিয়ে তুলুক মায়াময় রূপে সে প্রত্যাশাই রইলো।

যেসব খাবার ঘুমানোর আগে খাওয়া ঠিক নয়

রাতে ঠিক সময়ে শোয়ার পরেও ঘুম না আসার মতো বিরম্বনা আর হয় না। টিভি দেখা, মোবাইল ফোনে চোখ রাখার মতো বিষয়গুলো ঘুমে বিঘ্ন ঘটায়। এছাড়া কিছু খাবার রয়েছে যা রাতে শোবার আগে খেলে ঘুমাতে সমস্যা হতে পারে।

পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের ডায়াবেটিক প্রশিক্ষক, পুষ্টিবিদ ও সুস্থতার প্রশিক্ষক অবনি কৌল রাতে ঘুমের সমস্যা করে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানান।

পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট: রাতে ঘুমানোর আগে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট ধরনের খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এতে শরীরে অস্বস্তি দেখা দেয়। রাতে ঘুমানোর আগে পনিরের পাস্তা বা এই ধরনের খাবার খেলে অস্বস্তি দেখা দেয়। রাতের পরিবর্তে দিনে জটিল শর্করা ও উচ্চ-চর্বি যুক্ত খাবার গ্রহণ করা ভালো।

রসুন: মজাদার ও সুগন্ধিযুক্ত রসুন খাবারের স্বাদ বাড়ায়। তবে রাতে ঘুমানোর আগে রসুন খাওয়া ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এটা তাপ উৎপাদনকারী ভেষজ হিসেবে পরিচিত। রসুনের রাসায়নিক উপাদান রাতে বুক জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি করতে পারে। রাতের খাবার তৈরিতে কেবল স্বাদ ও ঘ্রাণের জন্য সামান্য রসুন ব্যবহার করা উচিত।

চকলেট: রাতে ‘ডার্ক চকলেট’ খাওয়ার মতো আরামদায়ক আর কিছু নেই। এটা ভুল ধারণা। এতে লুকায়িত ক্যাফেইন ও চিনি ঘুমে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখে না। চকলেট মজার হলেও এটা হরমোনে ভারসাম্যহীনতা বাড়ায়। ফলে সারা রাত জাগ্রত রাখে। তাই রাতে ঘুমানোর আগে চকলেট না খাওয়াই ভালো।

বুধবার আগরতলায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী র‍্যালি সংগঠিত করেছে। ছবি ঃ নিজস্ব

এবার হিন্দু মহিলাদের টার্গেট করে অশ্লীল পোস্ট টেলিগ্রাম চ্যানেলে, গৃহিত পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): বিতর্কিত ''বুল্লি বাই'' অ্যাপ বিতর্কের মাঝে উঠে এল আরও এক টেলিগ্রাম চ্যানেলের নাম। যেখানে নিশানায় হিন্দু মহিলারা। হিন্দু মহিলাদের নিশানা করে অশ্লীল বিষয় বস্তু তুলে ধরার অভিযোগ উঠল এই টেলিগ্রাম চ্যানেলের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের তরফে এই চ্যানেলে ব্লক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিখ্যাত ইউটিউবার অনশুল সক্সেনা এই টেলিগ্রাম চ্যানেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। যার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানিয়েছেন, এই টেলিগ্রাম চ্যানেল বন্ধ করা হয়েছে। এই মুহূর্তে পুলিশের সঙ্গে মিলে চ্যানেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। হিন্দু মহিলাদের টার্গেট করা এই চ্যানেল ২০২১ সালে শুরু হয় বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, দেশে ইতিমধ্যেই একাধিক বিতর্কিত অ্যাপ ও ফেসবুক পেজের নাম উঠে এসেছে, যেখানে ক্রমাগত মহিলাদের টার্গেট করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, যে বিতর্কিত বুল্লি বাই অ্যাপ ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল , সেই অ্যাপে মুসলিম মহিলাদের টার্গেট করা হত। এক ভার্চুয়াল নিলামে তাঁদের ছবি রাখা হত। আর সেই নিলামে যাতে পুরুষরা আগ্রহী হন,তার চেষ্টা করা হত। এদিকে এই অ্যাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম ময়দানে নেমেছে। তারা গোটা পর্বটি খতিয়ে দেখছে। তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক সূত্রের খবর, গিটহাব, টুইটার, দিল্লি পুলিশ, মুম্বই পুলিশ এই গোটা মামলায় একযোগে কাজ করছে। এদিকে, ফেসবুকে এই ধরনের অশ্লীল পেজকে নিয়েও কোমর কষছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর এই সমস্ত পেজ নিয়ে ''মেটা''র কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে, আর পেজ বন্ধ করার আর্জি জানানো হয়। এর আগে দিল্লি সাইবার সেলের কাছে এক সাংবাদিক ''বুল্লি বাই'' অ্যাপ নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, তাঁর ছবি অ্যাপে ভুলভাবে ব্যবহার করে অশ্লীল বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও সেখানে মুসলিম মহিলাদের নিয়ে কুরুচিকর, অপমানজনক বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে। এমন মামলা দিল্লি ও মুম্বই পুলিশের কাছে দায়ের হয়। এর আগে ''সুল্লি ডিল'' নামেও একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠে। সেখানে মহিলাদের ছবি চুরি করে তা পোস্ট করে অশ্লীল মন্তব্য করা হত, বলে অভিযোগ দায়ের হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষার প্রশ্নে পঞ্জাব সরকারকে বিঁধলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব, উচ্চস্তরীয় তদন্ত দাবি

গুয়াহাটি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষার প্রশ্নে পঞ্জাব সরকারকে বিঁধেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। পঞ্জাবে একটি কর্মসূচিতে অংশ নিতে যাওয়ার সময় যাত্রাপথে এক উড়ালসেতুতে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা প্রধানমন্ত্রীর কনভয় রুখে দেয়। এতে প্রায় ২০ মিনিট আটকে পড়েছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর কনভয়।

এ ঘটনার খবরে গোটা দেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাও। পর পর দুটি ট্যুইট করে ঘটনার নিন্দা এবং পঞ্জাব সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব বলেছেন, ঘটনাটি সত্যি লজ্জাজনক। লজ্জাজনক এ জন্য যে, আদরনীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কনভয় পঞ্জাবের হুসাইনিওয়ালায় শহিদ স্মৃতিসৌধে গিয়ে পৌঁছার আগেই তাঁর যাত্রাপথে বিক্ষোভকারীদের বাধার মুখে পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত এ ঘটনা আপসযোগ্য নয়, গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। এর উচ্চস্তরে তদন্ত করা উচিত। আরেকটি ট্যুইটে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা লিখেছেন, আদরনীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীজি যখন পঞ্জাবের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন, তখন আজকের এই ঘটনাটি সকলকে দেখিয়ে দিয়েছে, কীভাবে উন্নয়নে সবচেয়ে কম আগ্রহী কংগ্রেস। তারা সর্বক্ষেত্রে শুধু রাজনীতির নোংরা খেলা চায়। হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও লিখেছেন, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী আজ সংগঠিত ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না। তাঁর ব্যর্থতার জন্যই সীমান্তের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। প্রসঙ্গত, আজ পঞ্জাবের হুসাইনিওয়ালায় জাতীয় শহিদ স্মৃতিসৌধে একটি কর্মসূচি ছিল প্রধানমন্ত্রীর। ওই অনুষ্ঠানে বিপুল অঙ্কের উন্নয়নমূক প্রকল্পের শিল্যানাস করার কথা ছিল তাঁর।

ডিমা হাসাওয়ের পানিমুর জলপ্রপাতের কাছে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি জেলা প্রশাসন ও বনবিভাগের

হাফলং (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওের উমরাংসোতে অবস্থিত পানিমুর জলপ্রপাত উত্তরপূর্বের নয়াগ্রা হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এবার থেকে এই পানিমুর জলপ্রপাতে বেড়াতে গেলে তার কাছে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসন ও বনবিভাগ।

জেলা প্রশাসন ও বনবিভাগ বড় ব্যারিকেড তৈরি করে পানিমুর জলপ্রপাতের কাছে যাওয়া বন্ধ করে সেখানে সেল্ফি নেওয়ার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রশাসনের বক্তব্য, প্রায় প্রতি বছরই পানিমুরের জলপ্রপাতে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন।

গত ২৫ ডিসেম্বর তেজপুরের বাসিন্দা বছর ৩৫-এর নিমনি দাস উমরাংসোর পানিমুর বেড়াতে গিয়ে জীবন্ত ফিরতে পারেননি।। পানিমুর জলপ্রপাতে গিয়ে একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে সেল্ফি নিতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে সন্ধানহীন হয়েছিলেন নিমনি দাস নামের ওই ব্যক্তি। আটদিন পর পানিমুর কপিলি নদীতে নিমনি দাসের মৃতদেহ ভেসে উঠেছিল। উল্লেখ্য, গত ২৫ ডিসেম্বর পানিমুর জলপ্রপাতে পড়ে সন্ধানহীন হওয়ার একদিন পর হোজাই থেকে এনডিআরএফ বাহিনী এসে নিমনিকে উদ্ধার করতে অভিযানে নেমেছিল। দুদিন পানিমুর কপিলি নদীতে উদ্ধার অভিযান চালান। কিন্তু নদীর ভয়ঙ্কর স্রোতের দরুন এনডিআরএফ তাঁদের উদ্ধার অভিযান বন্ধ করে ফিরে যায়। শেষে আটদিন পর গত তিন জানুয়ারি সোমবার নিমনি দাসের মৃতদেহ পানিমুর কপিলি নদীতে ভেসে উঠে। তাই এবার থেকে এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধ করতে পানিমুর জলপ্রপাতের কাছে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, জানিয়েছেন রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার অসীম গারলোসা।

ত্রিপুরায় আক্রান্ত তৃণমূল নেতার মৃত্যু এসএসকেএমে

কলকাতা,৫ ডিসেম্বর (হি.স.):করোনা আবহের মাঝেই ফের খারাপ খবর। ত্রিপুরায় আক্রান্ত তৃণমূল নেতার মৃত্যু। বুধবার সকলেই এসএসকেএমে মৃত্যু হয় ত্রিপুরায় আক্রান্ত তৃণমূল নেতার। হাসপাতাল সূত্রে খবর,কিছুদিন আগেই মজিবুল ইসলাম মজুমদারকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএমে হাসপাতালে। সেখানে বেশ কিছুদিন তার চিকিৎসা চললেও বুধবার মারা যান ত্রিপুরাতে আক্রান্ত ৫৬ বছর বয়সী তৃণমূল কর্মী মজিবুল ইসলাম মজুমদার। গত বছর ২৮ আগস্ট ত্রিপুরাতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠান চলাকালীন আক্রান্ত হয়েছিলেন ওই তৃণমূল কর্মী। বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল মজিবুলের বাড়িতে ঢুকে মারধর করার। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে কলকাতা নিয়ে এসে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল নেতা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন। জানা গিয়েছে মৃত মজিবুল, ত্রিপুরার বিগত কংগ্রেস সরকারে কৃষিমন্ত্রী মনসুর আলির পুত্র। তাঁর দাদা বাহারুল ইসলাম মজুমদার বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। হাসাপতাল সূত্রে খবর, ২৮ অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই নানা সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছিল তাঁর হাতেও গুরুতর আঘাত ছিল। আক্রান্ত হওয়ার পরই তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসএসকেএমে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। সেখানে তাঁর অস্ত্রপ্রচার করা হলেও অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল বলেই হাসাপাতাল সূত্রে খবর। আজ ভোর ৫ টা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বাভাবিকভাবেই এই মৃত্যুর জন্য বিজেপিকে দায়ী করেছেন তৃণমূল। বর্ষীয়ণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, " হিংসার ওপর নির্ভরশীল হয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। এই ধরনের ঘটনা যত ঘটবে ত্রিপুরাতে তৃণমূল তত বেশি শক্তিশালী হবে। "

করিমগঞ্জের 'আসিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা'র নাম বদলে হয়নি 'আসিমিয়া হাইস্কুল', সংগঠিত দেদার দুর্নীতি, ব্যবস্থা নিতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট সময়সীমা

পাথারকান্দি (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : সরকারি নির্দেশে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি থানাধীন 'আসিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা'র নাম এখনও বদল করা হয়নি। হয়নি নতুন নামাকরণ 'আসিমিয়া হাইস্কুল'ও। এছাড়া এই মাদ্রাসা তথা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতি প্রকাশ্য আসতেই অভিভাবক মহল সহ এলাকার শিক্ষাপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলাম কর্তৃক সংগঠিত নানা দুর্নীতি এবং স্কুলে গরহাজির সম্পর্কে সরেজমিন তদন্তের দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যে জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ দাবি করে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন স্থানীয়রা।

প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে পাথারকান্দির সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট অর্পিতা দত্তমজুমদার সরেজমিনে তদন্ত করে গেছেন। তিনি এসে দেখেছেন, গত তিন বছর ধরে ফখরুল ইসলাম স্কুলে পা রাখেননি। স্কুলে গরহাজির থেকে গুয়াহাটিতে স্বপরিবারে জীবনযাপন করছেন, এই অভিযোগ নাকি প্রমাণিত।

এছাড়া রাজ্য সরকারের নয়া আইন অনুযায়ী প্রদত্ত নির্দেশিকায় অসমের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত পূর্বতন মাদ্রাসাগুলোর নাম পরিবর্তন করা হলেও 'আসিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা'র নাম আজও পরিবর্তন করে 'আসিমিয়া হাইস্কুল' করেননি প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলাম।

কেবল তা—ই নয়, স্কুলের খাতায় অতিরিক্ত ভুয়ো ছাত্র সংখ্যা দেখানো হচ্ছে। অথচ সাকুল্যে চার থেকে পাঁচ ছাত্র স্কুলে নিয়মিত পাঠ নিতে আসে। অন্যদিকে, স্কুলে মোট ১৮ জন শিক্ষক থাকলেও নিয়মিত উপস্থিত থাকেন তিন থেকে চারজন। বাড়তি ছাত্র সংখ্যা দেখিয়ে মিড-ডে মিলের চাল ডাল ইত্যাদি আত্মসাৎ করা হচ্ছে, ধরা পড়েছে প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট অর্পিতা দত্তমজুমদারের সরেজমিন তদন্তে। এদিকে গোটা বিষয় নিয়ে রহস্যজনকভাবে নীরব জেলা বিদ্যালয়সমূহের ইনস্পেক্টর অনুপকুমার দাস।

গোটা ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় আসিমগঞ্জ তেমাথায় বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভায় উপস্থিত বক্তারা পুরো বিষয়টি তদন্ত করে প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন। বক্তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু এবং স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয়দের পক্ষ থেকে করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুল যাদব (আইএএস)-কে তিনদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে একটি স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রদত্ত স্মারকপত্রের প্রতিলিপি এদিনই পাথারকান্দির সার্কল অফিসারের কাছেও প্রদান করা হয়। গোটা ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে সমাজসেবী কাজি আব্দুল বাসিত, হাজি শিফার উদ্দিন, মুর্তজা হুসেন, হিফজুল সিদ্দিকি, কুবাদ উদ্দিন, তাজ উদ্দিন, হাবিবুর রহমানরা বলেছেন, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ না নিলে স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেবেন তাঁরা।

তামিলনাড়ুতে বাজি তৈরির ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণে মৃত ৪, আহত ৩ জন

ভিরুধুনগর, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): এক সপ্তাহের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। তামিলনাড়ুর ভিরুধুনগর জেলায় ফের আতশবাজির ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণ! এবার প্রাণ হারালেন ৪ জন। এর আগে গত ১ জানুয়ারি ভিরুধুনগর জেলার নাথামপট্টির কাছে কালাথুর গ্রামে আতসবাজির কারখানায় বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণেও ৪ জনের মৃত্যু, সেই বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার বিস্ফোরণ হয়েছে ভাইয়ামপট্টি এলাকায় অবস্থিত একটি আতসবাজির কারখানায়। বিস্ফোরণের মৃত্যু হয়েছে ৪ ও ৩ জন আহত হয়েছেন।

জেলা কালেক্ট মেঘনাথ রেড্ডি জানিয়েছেন, বুধবার সাত্তুরের কাছে বিজয়াকারিসালকুলামে রাসায়নিক মেশানোর সময় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের পর আগুনও ধরে যায়, মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। মৃতদের মধ্যে ওই কারখানার মালিকও রয়েছেন। যে স্থানে রাসায়নিক মেশানো হচ্ছিল বিস্ফোরণের জেরে সেই স্থান মাটিতে মিছে গিয়েছে। গুরুতর অবস্থায় ৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সিডিএস-এর চপার দুর্ঘটনা : রাজনাথের কাছে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিল বায়ুসেনা

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক (চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ) জেনারেল বিপিন রাওয়াতের হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের হাতে তুলে দিল ভারতীয় বায়ুসেনা। বুধবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বাসভবনে গিয়ে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল বিবেক রাম চৌধুরী। কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল বিপিন রাওয়াতের হেলিকপ্টার সেই রিপোর্টই এদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছে বায়ুসেনা। উল্লেখ্য, গত ৮ ডিসেম্বর প্রয়াত হন ভারতের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক তথা চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) বিপিন রাওয়াত। তামিলনাড়ুর কুন্নুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেনার এমআই- ১৭ হেলিকপ্টার। তাতে ছিলেন সস্ত্রীক সিডিএস এবং আরও কয়েকজন সেনা আধিকারিক। মৃত ১৩ জনের মধ্যে ছিলেন সস্ত্রীক বিপিন রাওয়াত। কুন্নুরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় শেষ জীবিত ব্যক্তি ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং, আশঙ্কাজনক অবস্থায় বেঙ্গালুরুর সেনা হাসপাতালে তিনি ভর্তি ছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর তিনিও মারা যান।

দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ৫.৬৭-লক্ষাধিক, মৃত্যুর সংখ্যা চিন্তা বাড়াচ্ছে আমেরিকায়

ওয়াশিংটন, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপে বেসামাল হয়ে পড়েছে আমেরিকা, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে মৃত্যু ও কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা। নিয়ন্ত্রণহীন মৃত্যু চিন্তা বাড়াচ্ছে মার্কিন মুলুকে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬৯৬ জন, যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। নতুন করে ৫,৬৭,৬৯৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৫৮,০৪০,৭২০ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১,৮৪৭ জনের। নতুন করে ১,৮৪৭ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৩৯ জনের। আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১,৯০১,১৮৩ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৫,২৮৮,০৯৮-এ পৌঁছেছে।

করোনা-আক্রান্ত বিহারের দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী, সংক্রমিত আরও অনেকেই

পাটনা, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। পিছিয়ে নেই বিহারও। বিহারে এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যের দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী, রেণু দেবী ও তারকিশোর প্রসাদ। সংক্রমিত হয়েছেন বিহারের মন্ত্রী সুনীল কুমারও। করোনা-আক্রান্ত হওয়ার তালিকায় রয়েছেন আরও অনেকেই।

বুধবার বিহার সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী রেণু দেবী ও তারকিশোর প্রসাদ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন বিহারের তিনজন মন্ত্রী, যথাক্রমে-সুনীল কুমার, অশোক চৌধুরী এবং বিজয় চৌধুরী। স্বস্তির বিষয় হল, সকলেই এখন সুস্থ আছেন এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলছেন।

দৈনিক সংক্রমণ ৫৮-হাজারেরও বেশি, ভারতে আরোগ্যের হার ৯৮.০১

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): ওমিক্রন আতঙ্কের মধ্যেই ভারতে দ্রুত হারে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। ২৮ ডিসেম্বরের পর থেকে মাত্র ৯ দিনের মধ্যেই অর্থাৎ ৫ জানুয়ারি করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা এক ধাক্কায় পৌঁছেছে ৫৮ হাজার ০৯৭-এ। আক্রান্তের সংখ্যার পাশাপাশি চিন্তা বাড়িয়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৫৩৪ জন রোগীর। দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ৪.১৮ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২১,৪০,০৪-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৪২,১৭৪ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৬১ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৯৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৩৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১, ৪৭,৭২,০৮,৮৪৬ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৩৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮২,৫৫১ জন (১.৩৮ শতাংশ)। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৫,৩৮৯ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪৩, ২১,৮০৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.০১ শতাংশ।

১৫-১৮ বছর বয়সীদের এক কোটির বেশি করোনার টিকা সম্পন্ন টুইট করে অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): দেশে করোনা প্রতিরোধে ১৫-১৮ বছরের শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির আওতায় প্রথমবারের মত এক কোটির বেশি শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

বুধবার টুইট করে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। তিনি জানান, তিন দিনে এক কোটির বেশি শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, টিকাদান নিয়ে তরুণদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সর্বোচ্চ সংখ্যক যোগ্য শিশুকে টিকা দিতে আসতে হবে।

৬ জানুয়ারি থেকে নৈশ লকডাউন তামিলনাড়ুতে, পোঙ্গলের অনুষ্ঠান ও জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা

চেন্নাই, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্ত রুখতে এবার কঠোর হল তামিলনাড়ু সরকার। তামিলনাড়ুতে ৬ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) থেকে রাত্রিকালীন লকডাউন লাগু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এম কে স্ট্যালিন সরকার। বুধবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৬ জানুয়ারি থেকে রাত দশটা থেকে সকাল পাঁচটা অবধি বলবৎ থাকবে নৈশ লকডাউন। রবিবার থাকবে সম্পূর্ণ লকডাউন। প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শুধুমাত্র অনলাইন ক্লাসের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন আরও জানিয়েছেন, পোঙ্গল সম্পর্কিত অনুষ্ঠান ও জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বাস, শহরতলির ট্রেন এবং মেট্রো-সহ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ৫০ শতাংশ আসনে চলবে। শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার উপাসনালয়ে ভক্তদের অনুমতি নেই।

ঝাড়খণ্ডের পাকুরে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ১৬, আহত কমপক্ষে ৩০ জন

পাকুর, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের পাকুর জেলায় বাস ও গ্যাস সিলিন্ডারবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ১৬ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩০ জন। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পাকুর জেলার আমরাপাড়া থানার অন্তর্গত কমরডিহা গ্রামের কাছে। আহতদের প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে কয়েকজনকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টর মনোজ কুমার জানিয়েছেন, বুধবার সকালে পাকুর জেলার আমরাপাড়া থানার অন্তর্গত কমরডিহা গ্রামের কাছে যাত্রীবাহী বাস ও গ্যাস সিলিন্ডারবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় কয়েকজন যাত্রী বাসের ভিতরেই আটকে ছিলেন, গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে মৃতদেহগুলি বাইরে বের করে আনা হয়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের এবং কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি বারহারওয়া থেকে দুমকা অভিমুখে যাচ্ছিল, বিপরীত দিক থেকে আসছিল ট্রাকটি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতার অভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বাসটিতে ৪০-৫০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে কয়েকজনের নাম জানা গিয়েছে, তাঁরা হলেন-নমিতা জয়সওয়াল, দ্রোনাথ হেমব্রম, বিনোদ রাউত, বাবলু টুডু, শাহাবুদ্দিন আনসারি ও সেন্ট মুর্মু।

অমিতাভের বাড়িতে পৌঁছল করোনা, সংক্রমিত একজন কর্মী

মুম্বই, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): এবার অমিতাভ বচ্চনের বাড়ি ''জলসা''-তেও পৌঁছে গেল করোনাভাইরাস। কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন অমিতাভ বচ্চনের বাড়ির একজন কর্মী। গত ২ জানুয়ারি অমিতাভের বাড়ির কর্মীদের করোনা-পরীক্ষা করানো হয়। ৩১ জনের মধ্যে একজনের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। টুইটারে অমিতাভ লিখেছেন, 'বাড়ির কোভিড পরিস্থিতি সামলাচ্ছি। আপনাদের সঙ্গে আবার পরে কথা হবে।'

এর আগে ২০২০ সালে করোনা-আক্রান্ত হয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। অভিষেক বচ্চন, ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন এবং তাঁদের মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের শরীরেও বাসা বেঁধেছিল এই মারণ ভাইরাস। চিকিৎসার পর একে একে সেরে ওঠেন বচ্চন পরিবারের সদস্যরা। এবার তাঁদের বাড়ির একজন কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন জানিয়েছে, অমিতাভ বচ্চনের বাড়ির একজন কর্মী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি উপসর্গহীন।

অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজল দিল্লি, রাজধানী ও গুরুগ্রামের বাতাস এখনও দূষিতই

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): শীতের মরশুমে অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। বুধবার সকালে দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়। তাপমাত্রার পারদও অনেকটাই এদিন চড়েছে দিল্লিতে, দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি। দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকার পাশাপাশি ফতেহাবাদ, জিন্দ, লোহারু, তোশাম প্রভৃতি এলাকায় এদিন সকালে বৃষ্টি হয়। ৩-৫ জানুয়ারি ও ৬-৯ জানুয়ারি পশ্চিমী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে আগামী ৭ দিন এমনই আবহাওয়া থাকবে দিল্লি ও উত্তর ভারতে।

দূষণ আর দিল্লির পিছু ছাড়ছেই না, বুধবার সকালেও দূষণের কবলে ছিল রাজধানী দিল্লি ও হরিয়ানার গুরুগ্রামের বাতাস। দিল্লিতে এদিন সার্বিক এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৮৭, যা ভীষণ খারাপ। খারাপ আবহাওয়া ছিল হরিয়ানার গুরুগ্রাম, উত্তর প্রদেশের নয়ডায়। নয়ডায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৪৫৪ এবং গুরুগ্রামে ৩৫৬।

সদর মহকুমা শাসক চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করছেন। ছবি ঃ নিজস্ব

সিপাহীজলা জেলার মুলবেরি কিষান নার্সারির উদ্বোধনে উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জানুয়ারি।। বুধবার দুপুর ১২ টায় ত্রিপুরা হস্তশিল্প হস্ত তাঁত ও রেশম শিল্প দফতরের উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলা মুলবেরি কিষান নার্সারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় চড়িলাম লীলা দেব স্মৃতি কমিউনিটি হলে। হস্তশিল্প হস্ত তাঁত ও রেশম শিল্প দফতরের উদ্যোগে মুলবেরি কিষান নার্সারি অনুষ্ঠানের প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিষ্ণু দেব বর্মন, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, ত্রিপুরা হস্তশিল্প, হস্ত তাঁত ও রেশম শিল্প দপ্তর এর চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, সিপাহীজলা জেলা ইন্ডাস্ট্রিজ প্রেসিডেন্ট সন্দীপ কুমার সিংহ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা জেলার ১৫ জন নতুন তুত বাগান করার জন্য চাষীদের প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা তথা পলু ঘর এবং পলু পোষার সরঞ্জাম ক্রয় করার জন্য সিপাহীজলা জেলার ১৫ জন বেনিফিশারি হাতে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মেমো তুলে দেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা। বুধবার অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন চড়িলাম ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি চেয়ারপারসন রাখি দাস কর, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সদস্য কাকলি দেব। হস্ত তাঁত, হস্ত কারু রেশম শিল্প দফতরের উদ্যোগে উক্ত অনুষ্ঠানের সিপাহীজলা জেলার রেশম চাষীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিষ্ণু দেব বর্মন বলেন সবচেয়ে বড় সেক্টার হলো চা, চায়ের পড়ে তেল, তারপর হ্যান্ডলুম সেক্টর সবচেয়ে বড়, ত্রিপুরা রাজ্যের হ্যান্ডলুম এত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, বিশেষ করে জনজাতি সম্প্রদায় প্রত্যেক মহিলা তাঁত বুনতে পারেন, এছাড়াও অন্য সম্পদায়ের লোকেরাও তাঁত বুনতে পারেন, হ্যান্ডলুম এর ভবিষ্যৎ ত্রিপুরা উজ্জ্বল বিগত দিনে সেক্টর কে তেমন ভাবে গুরুত্ব দেয়নি, কাজের ক্ষেত্রে টাকার কোন অভাব নেই।

হাইলাকান্দি জেলায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত, মোট ভোটার ৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৮২

হাইলাকান্দি (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যের হাইলাকান্দি জেলায় মোট ভোটার ৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৮২ জন। আজ বুধবার এই তথ্য দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ২০২২ সালের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আজ ৫ জানুয়ারি বুধবার হাইলাকান্দিতেও প্রকাশিত হয়েছে। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে হাইলাকান্দি জেলার তিনটি বিধানসভা আসনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছেন হাইলাকান্দির জেলা উন্নয়ন কমিশনার (ডিডিসি) রঞ্জিতকুমার লস্কর।

এ উপলক্ষ্যে এদিন জেলাশাসকের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে হাইলাকান্দির নবাগত নির্বাচন আধিকারিক ইভা দাস, জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরীকে পাশে বসিয়ে ডিডিসি রঞ্জিতকুমার লস্কর জানান, হাইলাকান্দি জেলার হাইলাকান্দি, কাটলিছড়া এবং আলগাপুর, এই তিন বিধানসভা আসন মিলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় মোট ভোটার সংখ্যা হচ্ছে ৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৮২। জেলায় 'ডি' ভোটার রয়েছেন ১১ জন। এছাড়া তিনটি আসনে মোট বুথ হচ্ছে ৬৫৬টি। হাইলাকান্দি আসনে মোট বুথ ২০৮টি, কাটলিছড়া আসনে ২৩৪টি এবং আলগাপুর আসনে মোট বুথ ২১৪টি। আর এই ৬৫৬টি পোলিং স্টেশনের মধ্যে ৫৪টি বুথ যদিও আলগাপুর আসনের সঙ্গে যুক্ত, তবে এগুলির প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছে কাছাড় জেলার প্রশাসন।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী, জেলায় মোট ভোটার ৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৮২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২,৬৫,৮৭৬ জন ও মহিলা ভোটার ২,৪৮,০০৬ জন। ৬ নম্বর হাইলাকান্দি আসনে মোট ভোটার ১,৬৩,৬৩৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৮৩,৭৯২ জন ও মহিলা ভোটার ৭৯,৮৪৭ জন। ৭ নম্বর কাটলিছড়া আসনে পুরুষ ভোটার ৯৪,৯৮৬ জন ও মহিলা ভোটার ৮৮,৮৭৪ জনকে নিয়ে মোট ভোটার ১,৮৩,৮৬০ জন। আর ৮ নম্বর আলগাপুর বিধানসভা আসনে মোট ভোটার ১,৬৬,৩৮৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৮৭,০৯৮ জন ও মহিলা ভোটার ৭৯,২৮৫ জন।

হাইলাকান্দি জেলায় 'ডি' ভোটার রয়েছেন ১১ জন। তাঁরা হাইলিকান্দি আসনে ২, কাটলিছড়া আসনে ৫ এবং আলগাপুর আসনে ৪ জন, সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন ডিডিসি রঞ্জিতকুমার লস্কর।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ১৪,০২২ জন

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি (হি. স.): রাজ্য জুড়ে প্রতিদিন বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এরই মাঝে ১৪ হাজার পার করল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ১৪ হাজার ২২ জন। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পেল প্রায় দেড়গুণ।এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে মৃত্যুও। এই পরিসংখ্যানই ঘুম কেড়েছে স্বাস্থ্যদফতরের কর্তাদের।

এতদিন কলকাতার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা উদ্বেগ বাড়াচ্ছিল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল উত্তর ২৪ পরগনা এবং হাওড়ার নামও। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় কোভিড পজিটিভ হয়েছেন ৬ হাজার ১৭০ জন। রাতারাতি আড়াই হাজার ছাড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার সংক্রমিতের সংখ্যা। যেখানে মঙ্গলবারের রিপোর্ট বলছে, এই জেলায় সংক্রমিতের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৩৯১। আবার গত ২৪ ঘণ্টায় হাওড়ায় দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬৯৮। এদিন সেই সংখ্যাটা বেড়ে হল ১,২৮০। সবমিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে মোট কোভিড আক্রান্ত হয়েছে ১৪ হাজার ২২ জন।

স্বাস্থ্যদফতরের পরিসংখ্যান বলছে, বুধবার রাজ্যের মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩২৩ জন। যার মধ্যে চিকিৎসাধীন বা সক্রিয় করোনা আক্রান্ত ৩৩ হাজার ৪২ জন। মঙ্গলবারের তুলনায় এই সংখ্যাটা বেড়েছে ৭ হাজার ৫৬৭। আর সুস্থ হয়েছেন ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৫৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা জয়ী হয়েছেন ৬ হাজার ৪৩৮ জন।

মঙ্গলবারের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে রাজ্যের করোনা পরীক্ষা। স্বাস্থ্যভবনের লক্ষ্য ছিল, দৈনিক অন্তত ৫৫ হাজার কোভিড পরীক্ষা করতে হবে। এদিন সেই লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা হয়েছে ৬০ হাজার ৫১১টি নমুনা। স্বাভাবিকভাবে বেড়েছে সংক্রমণের হার-ও। এদিন রাজ্যে সংক্রমণের হার বেড়ে দাঁড়াল ২৩.১৭ শতাংশ। অনেকটা বেড়েছে কলকাতার সংক্রমণের হারও (৩৭.৫৪ শতাংশ)।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বারবার বলছেন, করোনার তৃতীয় ঢেউ প্রাণঘাতী নয়। কিন্তু এদিন রাজ্যের মৃত্যুর গ্রাফও উর্ধমুখী। করোনায় একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। তার মধ্যে ৫ জন কলকাতা এবং ৫ জন উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা। বাকিদের মধ্যে ২ জন দক্ষিন ২৪ পরগনা এবং ২ জন হাওড়ার বাসিন্দা। বাকিরা মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং হুগলির বাসিন্দা। সবমিলিয়ে ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে করোনার তৃতীয় ঢেউ। আর এই সংক্রমণের প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন পরিষেবায়। জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্যভবনের ৬৬ জন করোনা সংক্রমিত। সংক্রমণ ছড়ানোয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পার্ক স্ট্রিটের এসবিআই ব্যাংকের ব্রাঞ্চও। ঝাড়গ্রাম এবং বেলপাহাড়ি হাসপাতালের একাধিক চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী কোভিড পজিটিভ হয়েছেন বলে খবর।

করোনা আক্রান্ত মিমি চক্রবর্তী

কলকাতা,৫ জানুয়ারি (হি. স.): রাজা হু হু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা। করোনা থাবা বসাচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটিদের শরীরেও। এবার করোনা আক্রান্ত তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। বুধবার নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সে কথা জানিয়েছেন অভিনেত্রী। টি - টাউনে একের পর এক তারকা ক্রমাগত হচ্ছে করোনা আক্রান্ত। রাজ চক্রবর্তী থেকে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই করোনার কবলে পড়েছেন একাধিক তারকা। করোনা হানায় স্থগিত রাখা হয়েছে কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। আর অপরদিকে বুধবার করোনা আক্রান্ত মিমি চক্রবর্তী। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অভিনেত্রী লেখেন, " আমি করোনা পরীক্ষা করেছি। রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। চিকিৎসকের পরামর্শে হোম আইশোলেশনে আছি। সবাই সাবধানে থাকুন মাস্ক পড়ুন "।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হাইলাকান্দিতে করোনায় আক্রান্ত নতুন দুই

হাইলাকান্দি (অসম), ৫ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে আজ বুধবার হাইলাকান্দি জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও দু জন। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে এই দুজন ধরা পড়েছেন।

এ খবর দিয়ে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দফতর থেকে জানানো হয়েছে, আজ জেলায় আরও দুই ব্যক্তির শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে তাঁদের শরীরে। এদিন জেলায় ৪৬৬ জনকে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছিল। এছাড়া ১৪৪ জনকে আরটি-পিসিআর করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত হাইলাকান্দি জেলায় করোনায় আক্রান্তের মোট সংখ্যা ১৮।

উৎসব সম্পন্ন

● **আটের পাতার পর** এই বিশালগড় কলেজের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় উনার যে আদর্শ উনার যে মানসিকতা উনার যে নীতি সেই আদর্শে কলেজের ভাইবোনদের মধ্যে যাতে অনুপ্রাণিত হয় সেই লক্ষ্য রেখে চলার জন্য বলেন। ত্রিপুরা রাজ্য কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যুব শক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, রাজ্য সরকার বলুন এবং কেন্দ্রীয় সরকার বলুন যুবক-যুবতীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলতে গিয়ে মহা বিদ্যালয় এর ছাত্র ছাত্রী দেশের ভবিষ্যৎ এবং যুব শক্তি। রবীন্দ্রনাথ সহ বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনী চরিত্র মতাদর্শ চিন্তাভাবনাকে পাথেয় করে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ছাত্রছাত্রীরা আত্মনির্ভর ও শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনে সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন রবীন্দ্র সাগর মহাবিদ্যালয় প্রিন্সিপাল ডক্টর চিত্রা পাল। ছাত্র-ছাত্রীরা নাচ-গান বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

ত্রিপুরার বাসিন্দা

● **প্রথম পাতার পর।।** একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ সংগঠিত হয়েছিল। তবে সেদিনের বিস্ফোরণ কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

তবু ক্ষান্ত নেই দুষ্কৃতীর দল। অনুরূপভাবে ফের ১৫ ডিসেম্বর (২০২১) রাজধানী ইমফলে এক শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনা সংগঠিত হয়। ওইদিনও কেউ হতাহত হননি। এভাবে আবারও ২৯ ডিসেম্বর (২০২১) পূর্ব ইমফলে আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

এদিকে ঘটনার পর এলাকায় পৌঁছেছে জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন এবং আসাম রাইফলসের শীর্ষ আধিকারিকরা। দুষ্কৃতীদের পাকড়াও করতে গোটা এলাকায় চিরুনি তালাশি অভিযান শুরু হয়েছে। কিন্তু ধড়পাকড়ের খবর নেই।

প্রসঙ্গত গতকাল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মণিপুর সফরে এসে বিশাল সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে নয়াদিল্লির পূর্ববর্তী সরকারগুলির বিরুদ্ধে মণিপুর তথা উত্তরপূর্বকে অবহেলা করে 'পাহাড় উপত্যকার খাদ'-এ পরিণত করেছিল বলে অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রে এবং রাজ্যে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শান্তি ও উন্নয়নের এক নতুন ভোরের সূচনা করেছে, বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। গতকাল প্রায় ৪,৮১৫ টাকার ২২টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করে গেছেন তিনি।

বিজেপি

● **প্রথম পাতার পর।।** করা যাবে না। ২০১৮ পর্যন্ত দুর্নীতির দীর্ঘ তালিকা ত্রিপুরাবাসী এখনো ভুলে যাননি, কটাক্ষের সুরে বলেন তিনি।

এমবিবি বিমান বন্দর নিয়েও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়েছেন সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট আমলে বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের অনুমোদন হয়েছে ঠিকই। কিন্ত, কাজের সফল বাস্তবায়ন বিপ্লব দেবের নেতৃত্বের সরকারের জমানায় হয়েছে। তিনি দাবি করেন, বাম জমানা হলে বিমান বন্দরের কাজ সমাপ্ত হওয়ার বদলে শুধুই দুর্নীতির প্রমান মিলত। কিন্ত, এখন গুনমান বজায় রেখে সঠিক সময়ের বিমানবন্দরের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন ত্রিপুরায় রেল বামেদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে সম্ভব হয়েছে। কিন্ত, বামেরা ভুলে গেছেন, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকারের সদিচ্ছায় অল্প সময়ের রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার বিরাট প্রাপ্তি হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, বামেরা শুধুই কৃষক ও ছাত্রছাত্রীদের দলীয় পতাকা বহন এবং মিছিলে হেটে তাঁদের স্বার্থে প্রচার সম্পন্ন করতেন।

আজ মানিক সরকার কেন্দ্র এবং রাজ্যের সরকার পরিচালনায় স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তার জবাবে সুশান্ত চৌধুরী সুর চড়িয়ে বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের দুর্নীতির একটি প্রমান তুলে ধরুন। তাঁর দাবি, টিএসআর নিয়োগে স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি অবলম্বন করা হয়েছে, তাই বামেদের ঘরেও চাকুরীর অফার গিয়েছে।

করোনা আক্রান্ত ভবানীপুর থানার একাধিক পুলিশ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.): ক্রমাগত বাড়ছে দেশ তথা রাজ্য জুড়ে বাড়াচ্ছে করোনা আতঙ্ক। গত ২৪ ঘন্টায় ১৪ হাজার পার করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এরই মাঝে করোনা আক্রান্ত ভবানীপুর থানার একাধিক পুলিশ। গত কয়েকদিন ধরেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে চিকিৎসক পুলিশ সকলেই হচ্ছে করোনা আক্রান্ত। এরই মাঝে গোটা ভবানীপুর থানা করোনার কবলে। কনস্টেবল পুলিশ মিলিয়ে ২৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। পুরো ভবানীপুর থানা ব্যারিকেড করে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

সুশান্ত

● **আটের পাতার পর** নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, "আমাদের সরকার গত চার বছরে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। বিগত সরকারের ছেড়ে যাওয়া বিপুল ঋণের বোঝা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। গত চার বছরে রাজ্যের পরিকল্পিত ব্যয় অনেক গুণ বৃদ্ধি হয়েছে, এটি নজিরবিহীন। আমাদের সরকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে'।

আজকের এই জিরানিয়া মহকুমাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সাথে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জিরানিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য্য,জিরানিয়া মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন কুমার দাস, রাণীরবাজার পুর-পরিষদের পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সম্মানিত সদস্য/ সদস্যরা, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সদস্য-সদস্যরা, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, জিরানিয়া মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকেরা, পূর্ত দপ্তর,পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান,জল সম্পদ দপ্তর, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড, স্বাস্থ্য দপ্তর, কৃষি দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর,সমাজ কল্যাণ দপ্তর, সহ বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা।

তৃণমূল

● **প্রথম পাতার পর।।** কিন্ত, কর্মচারী আজও তা পায়নি। আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা সম্পুর্ন ভেঙ্গে পড়েছে। বেকারদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই। এমনকি বড় শিল্প গড়ে না উঠার কারণে মানুষের রোজগার হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে আজ তৃণমূল কংগ্রেস রাজ অভিযানে জড়ো হয়েছি।

ঘোষণা অধ্যক্ষের

● **প্রথম পাতার পর।।** আবেদন করেন। তাই, কমলপুর থানার মাধ্যমে আশীষ দাসের বাড়িতে নোটিশ পাঠানোর ব্যবস্থা করি। কিন্ত, কোন লাভ হয়নি। বাড়িতে কাউকে না পেয়ে পুলিশ ওই নোটিশ তাঁর দরজায় লাগিয়ে আসেন এবং সমস্ত বিষয় বিধানসভার সচিবকে অবগত করেন। তিনি বলেন, গত ১৪ ডিসেম্বর ওই আবেদনের চূড়ান্ত শুনানির দিন ধার্য্য করা হয়েছিল। ওইদিন আবেদনকারী কল্যানী রায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্ত বিধায়ক আশীষ দাস আসেননি।

বিধানসভার অধ্যক্ষ বলেন, বিজেপি বিধায়ক হয়েও আশীষ বাবু দলের বিরুদ্ধে লাগাতর বিষোদগার করেছেন। কলকাতায় গিয়ে কালিঘাটে মাথা মুড়িয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি, আগরতলায় প্রকাশ্য জনসভায় আশীষ বাবু তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাতে, সংবিধানের সমস্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করেছেন। তাই, তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ করা হয়েছে। তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় প্রক্রিয়া চালিয়ে একাধিকবার সাফাই দেওয়ার সুযোগ দিয়েও কোন সদুত্তর না পেয়ে আশীষ দাসে বিধায়ক পদ খারিজ করা হয়েছে।

তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, তরুণ বিধায়কের এই পরিনতি সত্যিই দুর্ভাগ্যের। কিন্ত, আইনের উর্দে আমরা কেউ নই। যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও আশীষ বাবু সুযোগের সদ্বব্যবহার করেননি। তাই, তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আজ থেকেই ওই আদেশ কার্যকর হবে। এখন থেকে বিধায়ক হিসেবে কোন সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। এমনকি পেনশনও তিনি পাবেন না।

এদিকে, এইপিএফটির বিধায়ক বৃষকেতু দেব্বর্মার বিধানসভার সদস্য পদ খারিজের আবেদন বিচারাধীন রয়েছে। এ-বিষয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বলেন, বৃষকেতু দেব্বর্মার সাথে আশীষ দাসের তফাৎ রয়েছে। তবে, খুব শীঘ্রই বৃষকেতুর বিধায়ক পদ বাতিলের আবেদনের নিস্পত্তি করা হবে।

বিধানসভার অধ্যক্ষের ঘোষণা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন বিধায়ক আশীষ দাস। তিনি বলেন, অধ্যক্ষ পদে অযোগ্য ব্যক্তি আমাকে বিধায়ক হিসেবে যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয় করে দিচ্ছেন। তবে, সরকারীভাবে এ-সংক্রান্ত কোন কাগজ হাতে পায়নি। কাগজ পেলে আইনের দ্বারস্ত হব, সাফ জানালেন তিনি।

মানিক সরকার

● **প্রথম পাতার পর।।** ভবন নির্মাণ বামফ্রন্ট জমানায় শুরু হয়েছিল।

মানিক সরকার আজ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ত্রিপুরার ইতিহাস জেনে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরার আর্জি জানান। যাঁরা ওই তথ্য প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছেন তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রধানমন্ত্রীকে বিভ্রান্ত করেছেন, দাবি করেন তিনি। এদিন তিনি সাফ জানান, ইউপিই জমানায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে ত্রিপুরার সাথে রেল সংযোগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ত্রিপুরার সাথে বানিজ্যের সম্প্রসারণে এবং অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করার জন্য সমস্ত রকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতেই আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

তাঁর আরো দাবি, ত্রিপুরায় জাতীয় সড়ক সম্প্রসারনেও সোচ্চার হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। কেন্দ্রীয় ভূতল সড়ক পরিবহণ মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গডকরির ত্রিপুরা সফরে জাতীয় সড়কের সংখ্যা বৃদ্ধির জোরালো দাবি জানানো হয়েছিল। সাথে তিনি যোগ করেন, দেশের তৃতীয় ইন্টারনেট গেটওয়ে ত্রিপুরায় স্থাপিত হয়েছিল বামফ্রন্ট জমানায়। বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে ১০জিবি ইন্টারনেট সংযোগ ত্রিপুরায় স্থাপিত হয়েছিল। অথচ, বামফ্রন্ট জমানায় কোন উন্নয়ন হয়নি বেফাস বলে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, তীব্র কটাক্ষের সুরে বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

সংক্রমিত ৪৬

● **প্রথম পাতার পর।।** আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৪১২৬ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৩.৯০ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৮.৮৪ শতাংশ। এদিকে ০.৯৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় কারোর মৃত্যু না হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮২৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২৬ জন, উত্তর জেলায় ৮ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৪ জন, দক্ষিণ জেলায় ২ জন, ধলাই জেলায় ১ জন, ঊনকোটি জেলায় ২ জন এবং গোমতি জেলায় ৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। গত ২৪ ঘন্টায় খোয়াই জেলায় কারোর দেহে করোনার সংক্রমণ পাওয়া যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর।।** তাঁর দাবি, মানুষ যাতে জনসভায় না যেতে পারেন এজন্য রাজ্য পুলিশকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। স্মৃতি ইরানি এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'আমরা জানি মোদীকে পছন্দ করে না কংগ্রেস, কিন্তু আজ দেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে তাঁরা। আমাদের দেশের ইতিহাসে এমন আগে কখনই হয়নি, একটি রাজ্য সরকার জেনেশুনে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষতি হবে।'

তীব্র নিন্দা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি আরও বলেছেন, 'পঞ্জাবের আইন-শৃঙ্খলার এমন খারাপ পরিস্থিতি যে ডিজিপি বলছেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং প্রধানমন্ত্রীকে নিরাপত্তা দিতে অক্ষম। কংগ্রেসকে জবাব দিতে হবে।' নিন্দা করেছেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংও। তিনি বলেছেন, 'পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী, পঞ্জাবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও আইন-শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি। আপনারা যখন দেশের প্রধানমন্ত্রীকেই মসৃণ পথ দিতে পারবেন না এবং তাও আবার পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে, তাহলে আপনাদের পদে থাকার কোনও অধিকার নেই এবং আপনাদের পদত্যাগ করা উচিত!'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "আবহাওয়া খারাপ থাকায় স্থলপথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে পঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি-র সঙ্গে আলোচনা করেই নেওয়া হয় ওই সিদ্ধান্ত।" নিরাপত্তায় গাফিলতির জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে বলে বিবৃতিতে স্পষ্ট জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এই ঘটনা নিয়ে পঞ্জাবের চরণজিৎ চন্নী সরকারের কাছ থেকে সবিস্তার রিপোর্টও তলব করা হয়েছে।

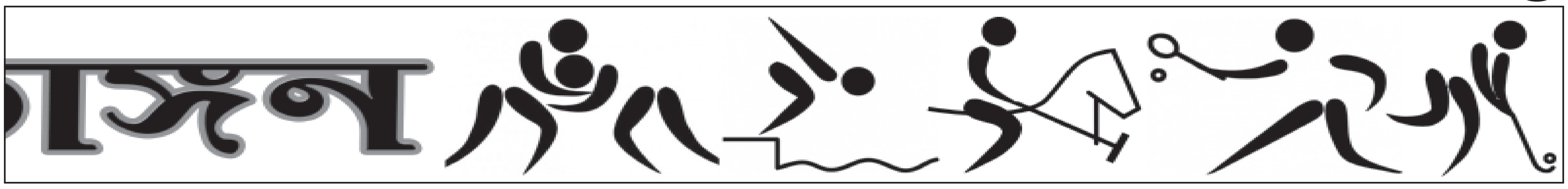

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট টেবিলে নয় থেকে পাঁচে বাংলাদেশ

দুবাই, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতে আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলে লম্বা লাফ দিল বাংলাদেশ। বে ওভালে জয়ের সুবাদে নয় নম্বর থেকে লম্বা লাফ দিয়ে পাঁচে উঠে আসে তারা। লিগ টেবিলে চার ধাপ উন্নতির পথে মোমিনুলরা পিছনে ফেলে দেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউডিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের এটিই প্রথম জয়। এর আগে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের কাছে ২ টেস্টের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে তারা। ফলে ৩ টেস্টে বাংলাদেশের সংগ্রহে রয়েছে আপাতত ৩৩.৩৩ গড়ে ১২ পয়েন্ট।

অস্ট্রেলিয়া আগের মতোই তিন টেস্টে ১০০ শতাংশ হারে ৩৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লিগ টেবিলের শীর্ষে রয়েছে। শ্রীলঙ্কা ২ টেস্টে ১০০ শতাংশ হারে ২৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। পাকিস্তান ৪ টেস্টে ৭৫.০০ শতাংশ হারে ৩৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তারা রয়েছে তালিকার তৃতীয় স্থানে। ৭ টেস্টে চারটি জয়-সহ ৬৩.০৯ গড়ে ৫৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে ভারত। তারা রয়েছে লিগ টেবিলের চার নম্বরে।

৪ টেস্টে ২৫.০০ শতাংশ হারে ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ পিছলে গিয়েছে ছয় নম্বরে। ৩টি টেস্টে ১১.১১ শতাংশ হারে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে নিউজিল্যান্ড রয়েছে তালিকার সাত নম্বরে। ইংল্যান্ড ৭ টেস্টে ৭.১৪ শতাংশ হারে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আট নম্বরে নম্বরে রয়েছে। এখনও কোনও পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। তারা রয়েছে তালিকার নয় নম্বরে।উল্লেখ্য, গতবারের মত এবারও পয়েন্টের নিরিখে নয়, বরং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালিস্ট নির্ধারণ করা হবে সংগৃহীত পয়েন্টের শতকরা হার অনুযায়ী। সেই অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়েছে ক্রমতালিকা।- হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন শ্রীলঙ্কা ব্যাটসম্যান রাজাপক্ষে

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): মাত্র ৩০ বছর বয়সেই ক্রিকেটকেই বিদায় জানালেন শ্রীলঙ্কারব্যাটসম্যান ভানুকা রাজাপক্ষে। হঠাৎ করেই সকলকে চমকে দিয়ে বুধবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকেই বিদায় জানালেন লঙ্কান ক্রিকেটার। পারিবারিক কারণেই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

শ্রীলঙ্কার হয়ে গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বেশ ভালই খেলেছিলেন রাজাপক্ষে। তার আগে জুলাইয়ে, ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে নিজের অভিষেকও ঘটান বাঁ-হাতি ব্যাটার। তবে হঠাৎ করেই সকলকে চমকে দিয়ে বুধবার (৫ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকেই বিদায় জানালেন লঙ্কান ক্রিকেটার। কারণ, পারিবারিক সমস্যা।

এক চিঠিতে নিজের অবসরের কথা জানিয়ে রাজাপক্ষে লেখেন, 'আমি অত্যন্ত গভীরভাবে একজন ক্রিকেটার, একজন স্বামী হিসেবে নিজের পরিস্থিতি বিচার করেছি। তারপরেই পিতৃত্ব এবং অন্যান্য পারিবারিক বাধার জেরে আমি এই সিদ্ধান্তে (অবসর গ্রহণের) উপনীত হয়েছি।' ৩০ বছর বয়সী রাজাপক্ষে দ্বীপরাষ্ট্রের হয়ে পাঁচটি ওয়ান ডে এবং ১৮টি ২০ ওভারের ম্যাচ খেলেছেন।

২০১০ সালের অনুর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বাধিক রানসংগ্রাহক ছিলেন। গত বছরেই দল থেকে ফিটনেসের কারণে বাদ পড়ার পর প্রকাশ্যেই এক সাক্ষাৎকারে শ্রীলঙ্কা বোর্ডের নির্বাচন পদ্ধতির তুলোধোনা করেছিলেন তিনি। এর কারণে প্রথমে তাঁকে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করা হলেও, দলে ফিরে আসেন তিনি। রাজাপক্ষের অবসরে ফের এক লঙ্কান বোর্ডের সাংগঠনিক ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।—হিন্দুস্থান সমাচার

করোনায় আক্রান্ত অস্ট্রেলিয়ান তারকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও

সিডনি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): এবার বিগ ব্যাশ লিগে করোনার সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান তারকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও। মেলবোর্ন স্টার্স অস্ট্রেলিয়া দলের তারকা অলরাউন্ডারের করোনা পজিটিভের খবর দিয়ে জানিয়েছে যে, ম্যাক্সওয়েল আপাতত আইসোলেশনে রয়েছেন। তার আরটি পিসিআর পরীক্ষা করা হয়েছে, এখন সেই রিপোর্ট অপেক্ষা করা হচ্ছে। মেলবোর্ন স্টার্সের মোট ১২ জন খেলোয়াড় এবং আটজন কর্মী এখন পর্যন্ত করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। ইউরোপে করোনা ভাইরাস বেড়ে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে ক্রীড়া ক্ষেত্রেও। অ্যাশেজ সিরিজে ইংলিশ ও অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন ক্রিকেটার করোনা পজিটিভ হয়েছেন কয়েকদিন আগে। এরই মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান তারকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও। অ্যান্টিজেন টেস্টের পর ম্যাক্সওয়েলের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এরপর পিসিআর টেস্ট করা হয়েছে। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট এখনও অবশ্য আসেনি। বর্তমানে আইসোলশনে আছেন অস্ট্রেলিয়ান এই অলরাউন্ডার।

বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন স্টার্সের অধিনায়ক ম্যাক্সওয়েল। এ পর্যন্ত লিগটিতে ১৩ জন ক্রিকেটার সংক্রমিত হয়েছেন। শুক্রবার অ্যাডিলেড স্ট্রাইকসের বিরুদ্ধে খেলা রয়েছে ম্যাক্সওয়েলের দলের। সেই ম্যাচে হয়তো দেখা যাবে না এই অলরাউন্ডারকে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পন্থের আউট নিয়ে ক্ষুব্ধ গাভাস্কর

জোহানেসবার্গ, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসের তৃতীয় দিনে ভারতের উইকেটকিপার ঋষভ পন্থের আউট নিয়ে ক্ষুব্ধ কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কর। বুধবার পন্থের আউট নিয়ে গাভাস্কর বলেন, 'এই শট খেলার কোনওরকম ব্যাখা হয় না। ওইসব ন্যাচরাল গেমের ভাওতাবাজি দিয়ে লাভ নেই। সামান্যতম দায়িত্ববোধটুকু দেখানোর প্রয়োজন ছিল ওর। কারণ পূজারা এবং রাহানের মত ক্রিকেটাররা গায়ে বল লাগার পরেও এই পিচে দাঁড়িয়ে বাট করেছে, রান করেছে।'

গাব্বার মাটিতে ভারতকে টেস্ট এবং সিরিজ জিতিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কঠিন সময়ে পন্থের দায়িত্বজ্ঞানহীন শট নেওয়ার প্রবণতা যে এখনও কমেনি, সেটা আরও এক বার বোঝা গেল। গত দশ ইনিংসে মাত্র একটা অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর। জোহানেসবার্গে দ্বিতীয় ইনিংসে বড় রান করার সুযোগ ছিল। তা হেলায় হারালেন তিনি। পন্থ আউট হওয়ার পরেই তাঁকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আক্রমণ করেছেন সুনীল গাওস্কর। জানিয়েছেন, কোনও অনভিজ্ঞ ব্যাটারও এই ভুল করবে না। গাওস্করের কথায়, "দু'জন নতুন ব্যাটার ক্রিজে রয়েছে। সে সময় পন্থ ও রকম একটা শট খেলল। কোনও অজুহাতই এর জন্য যথেষ্ট নয়। কোনও বোধবুদ্ধিহীন ক্রিকেটারও এই ধরনের শটকে নিজের স্বাভাবিক খেলা বলে পরিচয় দিতে পারে না।"

গাওস্করের সংযোজন, "ওই সময় ক্রিজে এসে ওর উচিত ছিল দায়িত্ববোধের পরিচয় দেওয়া। কারণ বাকিরা শরীরে আঘাত নিয়েও খেলে গিয়েছে। রহাণে এবং পুজারা শরীরে একের পর এক আঘাত খেয়েছে। তাই ওরও দরকার ছিল লড়াই করা। তবে আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, আউট হয়ে ফেরার পর ড্রেসিংরুমে কেউ ওর সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলবে না।"

দ্বিতীয় ইনিংসে অর্ধশতরান করেছেন পুজারা এবং রহাণে। দু'জনের খেলা নিয়েই খুশি গাওস্কর। বলেছেন, "খুব বুদ্ধি করে ব্যাটিং করেছে ওরা। সব বলে মারতে যায়নি।"-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

যুব বিশ্বকাপের আগেই করোনা আক্রান্ত জিম্বাবোয়ের ৪ জন ক্রিকেটার

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): এবার করোনা আক্রান্তের খবর এল জিম্বাবোয়ে শিবির থেকে।করোনা আক্রান্ত হয়েছেন জিম্বাবোয়ে অনুর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট দলের চারজন ক্রিকেটার। প্রোটোকল মেনে প্রত্যেকের ফের করোনা পরীক্ষা করা হবে। সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসে জিম্বাবোয়ের অনুশীলন ম্যাচ হওয়ার কথা রয়েছে কয়েকদিন বাদেই।

২০২২ সালের জানুয়ারি মাসের ১৪ তারিখ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হবে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ। বল মাঠে গড়ানোর আগে যুব বিশ্বকাপে পড়ে গেল করোনার প্রভাব। আক্রান্ত ক্রিকেটারদের আপাতত আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তাঁদের সবার মধ্যেই মৃদু উপসর্গ রয়েছে।

সোমবার সকলের আরটিপিসিআর টেস্ট করা হয়। রিপোর্ট আসার পরেই তাদের করোনা ধরা পড়ে। চার ক্রিকেটারের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ক্রিকেট জিম্বাবোয়ের তরফে। আক্রান্ত ক্রিকেটাররা ভালো আছেন।

প্রসঙ্গত, আগামী ১১ জানুয়ারি সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসে বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে জিম্বাবোয়ের। ৯ জানুয়ারি কানাডার বিপক্ষে খেলার কথা ছিল জিম্বাবোয়ের। আক্রান্ত ক্রিকেটাররা যতদিন না সেরে উঠবেন, ততদিন দলের বাকিদের থেকে তাঁদেরকে দূরে রাখা হবে।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

নিউজিল্যান্ডে প্রথম টেস্ট জিতে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ

ওয়েলিংটন, ৫ জানুয়ারি (হি.স.): টেস্টে বিশ্বজয়ী নিউজিল্যান্ডকে তাদেরই মাটিতে প্রথমবার হারিয়ে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ। ইবাদত হোসেনের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে দুই ম্যাচের সিরিজের প্রথম টেস্টে দাপট দেখিয়ে ৮ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে মুমিনুলবাহিনী। দ্বিতীয় ইনিংসে জয়ের জন্য মুসফিকুরদের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৪০ রান। ২ উইকেট হারিয়ে সেই রান তুলে নিয়ে সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল তারা। যে কোনও ফরম্যাটেই এই প্রথম নিউজিল্যান্ডের মাটিতে জয় বাংলাদেশের।

নিউজিল্যান্ডের মাটিতে উপমহাদেশের দেশগুলো খুব একটা সুবিধা করতে পারে না। পাকিস্তান এখানে সবশেষ জিতেছে ২০১১ সালে, ভারত ২০09 সালে, শ্রীলঙ্কা, ২০০৬ সালে। বাংলাদেশের এই জয় নিঃ সন্দেহে ঐতিহাসিক। সবচেয়ে বড় কথা, দেশের মাটিতে টানা ১৭ ম্যাচ অপরাজিত ছিল নিউজিল্যান্ড। ২০১৭ সালের মার্চে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ওয়েলিংটনে হেরেছিল কিউয়িরা। প্রায় ৫ বছরের ব্যবধানে ফের তাদের পরাস্ত হতে হল। সৌজন্যে মমিনুল বাহিনী।

টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ড তোলে ৩২৮ রান। দুর্দান্ত শতরান করে যান ডেভন কনওয়ে (১২২)। বাংলাদেশের হয়ে ৩টি করে উইকেট পান শরিফুল ইসলাম ও হাসান মিরাজ। এরপর ব্যাট করে ৪৫৮ রান তোলে বাংলাদেশ। অধিনায়ক মমিনুল করেন সর্বোচ্চ ৮৮। এছাড়াও মাহমাদুল হাসান জয় (৭৮), নাজমুল হোসেন (৬৪), লিটন দাস (৮৬), মেহদি হাসানরা (৪৭) সকলেই ব্যাট হাতে কিউইদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ট্রেন্ট বোল্ট (৮৫/৪) ভাল বল করলেও তা বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের আটকানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

১৩০ রানে পিছিয়ে থেকে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৬৯ রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। ১৩৬ রানে ২ উইকেট থেকে পরবর্তী ৩৩ রানে ৮ উইকেট খোয়ায় তারা। এবাদত হোসেন (৪৬/৬) ও তাসকিনের (৩৬/৩) বোলিংয়ের সামনে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে কিউয়ি ব্যাটিং।জয়ের জন্য দরকার ছিল মাত্র ৪০ রান। কিন্তু ৩ রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারায় বাংলাদেশ। তবে ওই প্রাথমিক আঘাত অত অল্প রানের টার্গেটে কোনও সংশয়ের কাঁটা তৈরি করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের রান তুলে নিয়ে নয়া কীর্তি স্থাপন করল মমিনুল বাহিনী।দাপুটে এই জয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও পেল প্রথম পয়েন্টের দেখা। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৭ উইকেট পাওয়া ইবাদত হোসেনই ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হন।আগামী ৯ জানুয়ারি ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট মাঠে গড়াবে।

-ঃ অপরিচিত মহিলার মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই ঃ-
Ref :- G.B. Top G.D. Entry No.10. dated : 22/11/2021

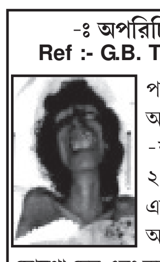

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মহিলার মৃতদেহ, বয়স - আনুমানিক ৫০ বছর, উচ্চতা-প্রায় ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রঙ -শ্যামলা, মুখমন্ডল-গোলাকার, চুল-কালো। গত ২১/১১/২০২১ইং ইংরেজী তারিখ সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিট সময়ে এন.সি.সি অগ্নিনির্বাপক কর্মীগণ আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে যান এবং কর্তব্যরত ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা দেন এবং করোনা পরীক্ষা করার পর পজিটিভ চিহ্নিত হন। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয় স্বজন মৃতদেহের দাবি করেননি।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত মহিলার সম্পর্কে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয় স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)-০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬/১০০
৩। এন সি সি থানা - ০৩৮১-২৩৫-০০৪৮

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA-D-1601/2021-22

PNIeT No:-33/ EE/DWS-I/2021-22

Single bid percentage rate e-tender is invited for 08(Eight) nos. work viz.**mtc. of HDPE/DI pipeline, supplying & applying bleaching powder, constn. of pump house with all electrical accessories and other allied works etc.**

Deadline for online bidding:- Up to 1000 hrs. of28.1.2022

Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Detailed press notice & bid documents for the work can be seen in website www.tripuratenders.gov.in.
For any query please contact:- 0381-232-5606,
e-mail: dwsdivagartalal@gmail.com.

(For and on behalf of Governor of Tripura)
(N.P. Chakrabarti)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I
Agartala, Tripura (W).

ICA-C-3252/2021-22

Tripura Forest Department (SDFO. Kumarghat) issued Notice Inviting Tender to construction of Chain link wire mesh fencing with RCC pillar (Spacing 2.5m X 2.5m) and C.0 work at base running including fitting & tixing work in complete shape (Group-III- Point C to D) under CAMPA Scheme during the year 2021-22 under Kumarghat Forest Sub-Division. vide No.F.3- 48/Dev/Tender-Quotation/SDFO(KGT)12021-22/ 11344-81 dated. 15.12.2021. For further details see the website:- **www.forest.tripura.gov.in** and Notice board of Olo the SDFO, Kumarghat may be referred.

Sd/-
(SDFO, Kumarghat)
(S. Mohanta)
Sub-Divisional Forest Officer

ICA-C-3259/2021-22

SCERT, TRIPURA
Notification

No.F.40(4-55)-PSTC/ADMI/SCERT/2021/
Dated,Agartala,the 05/01/2022.

It is for information of all enlisted candidates applied for admission in 2- year D.EI.Ed course for academic session 2021 -23 that the **4th round 'allotment of seats'** has been published in the SCERT website www.scertonline.tripura.gov.in as per notification No.F.40(4-55)- PSTC/ADMI/SCERT/ 2021/961, dated 08/09/2021.

Accordingly, all the eligible candidates, enlisted in the **4th round 'Allotment of Seat',** are hereby requested to go through the SCERT website www.scertonline.tripura.gov.in **for** completion their online Payment of admission fee amounting Rs.3000/-(rupees three thousand) only so as to get online payment receipt.

Thereafter, candidates will report to the respective allotted Institutes along with the payment receipt and other relevant documents during period w.e.f 6th January, 2022 to 10th January, 2022 (except holiday) for admission. The online system will be closed after 10th January, 2022 and accordingly, **No candidates will be allowed to get admission after 10th January, 2022.**

Sd/- (N.C. Sharma)
Director,
SCERT, Tripura

ICA-D-1597/2021-22

বুধবার সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাক্ষাত করেন আইপিএফটির বিধায়করা। ছবি ঃ নিজস্ব

বিগত সরকারের ছেড়ে যাওয়া বিপুল ঋণের বোঝা থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে : সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। গত চার বছরে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করেছে রাজ্য সরকার। বিগত সরকারের ছেড়ে যাওয়া বিপুল ঋণের বোঝা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। বুধবার উন্নয়নের খতিয়ান চাইতে জিরানিয়ায় প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে একথা বলেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

জিরানিয়া মহকুমায় উন্নয়নের খতিয়ান নিতে বৈঠকে অংশ নিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বুধবার দুপুরে জিরানিয়া মহকুমা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলঘরে জিরানিয়া মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নিলেন রাজ্যের পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর পৌরহিত্যে এই বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।

এই সভায় বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন এবং জনগণের কাছে বিভিন্ন দপ্তরের পরিষেবা দ্রুত পৌঁছে দিতে জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে আহ্বান জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। কেবলমাত্র পরিষেবা দিতে নয়, প্রত্যেকটি মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনতে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে উপস্থিত আধিকারিকদের সাধারণ মানুষদের সাথে কথা বলার জন্য বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। কী করলে আরও ভাল কাজ করা যায়, সে বিষয়ে আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন তিনি।

বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় হয়েছে। পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মন্ত্রী জিরানিয়া মহকুমার অধীন জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েত/রানীর বাজার পুর-পরিষদ/ জিরানিয়া -মান্দাই- বেলবাড়ী/পুরাতন আগরতলা ব্লক সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েত/ভিলেজ কমিটি এলাকায় সক্রিয় বিভিন্ন দপ্তরের কাজের অগ্রগতি ও সমস্যা সম্পর্কে অবগত হন। পর্যালোচনা বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর সেগুলো অতিদ্রুত সমাধানের জন্য উপস্থিত আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। চলতি অর্থ বছরে পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন অসমাপ্ত কাজ সম্পর্কে সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কাজগুলি দ্রুত শেষ করতে তিনি উপস্থিত আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, আজ জিরানিয়া মহকুমায় বিভিন্ন দপ্তরের পূর্বে করা বিভিন্ন কাজ এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে পথ দুর্ঘটনায় আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। বিশালগড় এবং গন্ডাছড়ায় দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বুধবার বিশালগড় জাঙ্গালিয়া স্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি মারুতি গাড়ি অপর একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে পথচারী এক মহিলাকে ধাক্কা দেয়। তাতে ছিটকে পড়ে বৃদ্ধা মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। আহত মহিলাকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি বিশালগড় হাসপাতালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

এদিকে ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার দুর্গাপুরে একটি অটো উল্টে তিনজন আহত হয়েছেন। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় জনগণ আহতদের উদ্ধার করে গন্ডাছড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অটোচালকের দ্রুতগামীতার কারণেই নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারায় অটো উল্টে যায়। তাতেই অটোচালক সহ ৩ জন গুরুতর ভাবে আহত হন।

আরো এক চাকুরিচ্যুত শিক্ষক প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। বিশালগড়ের সুতার মুড়ার সাধু পাড়ায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে চাকরিচ্যুত আরো এক শিক্ষকের। প্রয়াত শিক্ষকের নাম জীবন দেববর্মা।

জানা গেছে, গতকাল রাতে নিজ বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন জীবন দেববর্মা। পরিবারের লোকজন তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। চাকরিচ্যুত শিক্ষক জীবন দেববর্মার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই সহকর্মী সহ আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। চাকরিচ্যুত শিক্ষক জীবন দেববর্মার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিশালগড়ে ছুটে যান। প্রয়াত জীবন দেববর্মার পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন সংগঠনের নেতা কমল রায়। তিনি বলেন, হতাশাগ্রস্ত হয়ে চাকুরিচ্যুত শিক্ষক জীবন দেববর্মা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত চাকরিচ্যুত ১২১ জন শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়াত হয়েছেন বলেও তিনি জানান। পরপর এ ধরনের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর হতাশা ব্যক্ত করেছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, একের পর এক চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মৃত্যুর ঘটনার পরও সরকারের টনক নড়ছে না। সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রীরা বলছেন তারা মানবিক। অন্যদিকে অমানবিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কোথায় সরকারের মানবিক মুখ সেটাও তারা দেখতে চান। মৃত্যুর মিছিল আর কত দীর্ঘায়িত হলে তাদের মানবিক মুখ দেখা যাবে সেই প্রশ্নও তুলেছেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অবিলম্বে চাকরীচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগের ব্যবস্থা করতে তারা সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন। তারা জানান, চাকরিচ্যুত হওয়ার পর থেকে তারা কর্মহীন।

তাদের কর্মসংস্থানের বিকল্প ব্যবস্থা নেই। ফলে পরিবারে অনাহার-অর্ধাহার নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চিকিৎসা করানোর মতো অর্থের সংস্থান নেই। অনেকের পরিবারে স্ত্রী সন্তান এবং বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ভরণপোষণ দিতে পারছেন না। এই অবস্থায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। সরকারকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গ্রাম স্বচ্ছল হলে ত্রিপুরা স্বচ্ছল হবে : উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। গ্রাম স্বচ্ছল হলে ত্রিপুরা স্বচ্ছল হবে। গ্রাম আত্মনির্ভর হলে ত্রিপুরাও আত্মনির্ভর হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার গ্রামের প্রতিটি মানুষ বিশেষ করে মা বোনেদের স্বনির্ভরতার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর করতে চাইছে। আজ চড়িলামের লীলাদেব স্মৃতি কমিউনিটি হলে সিপাহীজলা জেলায় নিবিড় তুঁত চাষে কিষান নার্সারী গড়ে তুলতে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন।

আই বি এস ডি পি প্রকল্পে সিপাহীজলা জেলার ১,৬০০ জন তুঁত চাষীকে তুঁত চাষের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধাপে ৩১ কোটি টাকা সহায়তা করা হবে। আজ প্রথম ধাপে উপমুখ্যমন্ত্রী এই জেলার ১৫ জন তুঁত চাষীর হাতে তুঁত চাষ সম্প্রসারণের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার করে অনুমোদনপত্র তুলে দেন।

উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, রেশম চাষে ত্রিপুরার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা উন্নতমানের রেশম সিল্ক উৎপাদনে সুনাম অর্জন করেছে। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করছে। মহিলাদের স্বাবলম্বী এবং স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অতি সম্প্রতি রাজ্যের প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার গরিব অংশের পরিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘরের মঞ্জুরী পেয়েছেন।

আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালনের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত আজ এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, ত্রিপুরা হ্যান্ডলুম এন্ড হ্যান্ডিক্রাফট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জীব কুমার সিনহা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাখী দাস কর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হ্যান্ডলুম এন্ড হ্যান্ডিক্রাফট ও সেরিকালচার দপ্তরের অধিকর্তা প্রাণেশ লাল চাকমা।

বিশালগড় রবীনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় নবীন বরণ উৎসব সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ জানুয়ারি।। বুধবার সকাল ১১ টায় বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবীনবরণ দিবসটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় প্রিন্সিপাল ডক্টর চিত্রা পাল, অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রবীনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সংসদের সম্পাদিকা লিপিকা দেব বর্মন, মহাবিদ্যালয় এর হেড ক্লার্ক নারায়ণ সিংহ সহ অন্যান্যরা। বিশালগড় রবীনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় পনেরশো ছাত্র-ছাত্রী রয়েছেন সবাইকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ কর্মসূচি দক্ষিণ জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ জানুয়ারি।। দক্ষিন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে, ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ কর্মসূচির উপর সচেতনতা শিবির। বিলোনীয়া গার্ল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এর কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির এর আয়োজন করা হয় ।বুধবার জেলা মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগন ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এর উপস্থিতিতে হয় এদিনের কর্মসূচী। আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় কি কি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সে সম্বন্দে অবহিত করা হয় পাশাপাশি ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ কর্মসূচী সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করতে গিয়ে বাল্য বিবাহ এবং কিশোরীদের গর্ভাবস্থা প্রতিহত করুন এবং এর উপর বিশেষ ভাবে সচেতন করা হয়, বিষয় গুলোর বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন দক্ষিন জেলা মূক্ষ্যস্বাস আধিকারিক ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ ভানুশ্রী চৌধুরী, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিমল দাস সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগন। আলোচনা শেষে স্কুল থেকে ছাত্রীদের নিয়ে একটি রেলি সংগঠিত হয়, রেলিটি বিলোনিয়া উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয় থেকে শুরু করে থানার মোড় হয়ে পুনরায় স্কুলে এসে শেষ হয়।

রক্তদানে সকলে এগিয়ে আসুন : শিক্ষা মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। মোহনপুর এসডিএম অফিস প্রাঙ্গণে বুধবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় ভোক্তা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী বিধায়ক রতন লাল নাথ। শিবিরে এস ডিএম অফিসের কর্মী বৃন্দ এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা রক্ত দান করেন।

রক্তদান শিবির এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, এ ধরনের সেবামূলক কাজে সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সামাজিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, রক্তদান মহৎ দান। এর চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু হতে পারে না। রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট রয়েছে। রক্তের সংকটের কারণে চিকিৎসা পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। একমাত্র রক্তদানের মধ্য দিয়েই এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

তিনি আরো বলেন, কোনো ল্যাবরেটরীতে রক্ত তৈরি করা যায়না। বিজ্ঞান যতই উন্নত হোক না এখনো পর্যন্ত রক্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। একমাত্র রক্তদানের মধ্য দিয়েই রক্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। স্বাভাবিক কারণেই এই মহৎ কাজে সকলকে এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

সিপিএমের পশ্চিম জেলা সম্মেলনে বিজেপিকে তীব্র ভাষায় নিশানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কার্যালয়ে বুধবার পশ্চিম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। সম্মেলন শুরু'র আগে দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্মেলনে রাজ্যের বর্তমান সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্পাদক রতন দাস বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগঠনকে আরো বলবান করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে গণতন্ত্র নেই। জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য গণতন্ত্রপ্রিয় প্রত্যেক নাগরিককে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। বর্তমান সরকারের আমলে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি সহ নানা হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত করা হচ্ছে। বিরোধী দল সিপিআইএমকে সভা সমাবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এ ধরনের কার্যকলাপকে রাজনৈতিক অধিকার হরণের অন্যতম নজির বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দল বিজেপিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ত্রিপুরায় আক্রান্ত তৃণমূল নেতার মৃত্যু এসএসকেএমে

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনা আবহের মাঝেই ফের খারাপ খবর। ত্রিপুরায় আক্রান্ত তৃণমূল নেতার মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালেই এসএসকেএমে মৃত্যু হয় ত্রিপুরায় আক্রান্ত তৃণমূল নেতার।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, কিছুদিন আগেই মজিবুল ইসলাম মজুমদারকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএমে হাসপাতালে। সেখানে বেশ কিছুদিন তার চিকিৎসা চললেও বুধবার মারা যান ত্রিপুরাতে আক্রান্ত ৫৬ বছর বয়সী তৃণমূল কর্মী মজিবুল ইসলাম মজুমদার।

গত বছর ২৮ আগস্ট ত্রিপুরাতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠান চলাকালীন আক্রান্ত হয়েছিলেন ওই তৃণমূল কর্মী। বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল মজিবুলের বাড়িতে ঢুকে মারধর করার। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে কলকাতা নিয়ে এসে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল নেতা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন।

জানা গিয়েছে প্রয়াত মজিবুল, ত্রিপুরার বিগত কংগ্রেস সরকারে কৃষিমন্ত্রী মনসুর আলির পুত্র। তাঁর দাদা বাহারুল ইসলাম মজুমদার বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। হাসাপতাল সূত্রে খবর, ২৮ অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই নানা সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছিল তাঁর হাতেও গুরুতর আঘাত ছিল। আক্রান্ত হওয়ার পরই তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসএসকেএমে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। সেখানে তাঁর অস্ত্রপ্রচার করা হলেও অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল বলেই হাসাপাতাল সূত্রে খবর। আজ ভোর ৫ টা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বাভাবিকভাবেই এই মৃত্যুর জন্য বিজেপিকে দায়ী করেছেন তৃণমূল। বর্ষীয়ণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, “ হিংসার ওপর নির্ভরশীল হয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। এই ধরনের ঘটনা যত ঘটবে ত্রিপুরাতে তৃণমূল তত বেশি শক্তিশালী হবে। ”

কল্যাণপুরের হাতির আক্রমনে নিহত পরিবার সরকারি সহায়তা পাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে প্রমাণিত হলে বলে দাবি বনদপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ জানুয়ারি।। সঠিক তদন্তক্রমে সরকারি সহায়তার আশ্বাস দপ্তর এর। মৃতের বাড়িতে বুধবার সকালে ছুটে গেল কল্যাণপুর বনদপ্তর রেঞ্জ অফিসার সহ কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন এবং ভাইস চেয়ারপারসন সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত মঙ্গলবার রাতে কল্যাণপুর থানা এলাকার উত্তর মোহনপুর বাজার থেকে নিজের ব্যবসা সেরে বাড়ি ফেরার পথে কালিঞ্জর সিপাহী পাড়া এলাকায় বন্দরের এলোপাতাড়ি আক্রমণে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় ক্ষুদ্র সবজি ব্যবসায়ী সুকুমার দেবনাথ বলে এলাকাবাসীর অভিমত। গোটা এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে। আজ সকালে কল্যাণপুর হাসপাতলে ময়না তদন্ত করে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। পাশাপাশি কল্যাণপুর থানার পুলিশ একটি ইউডি মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে। এদিন সকালে মৃতর বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান কল্যাণপুর বনদপ্তর এর রেঞ্জ অফিসার রত্নদ্বীপ চাকমা। অন্যদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ ভাইস-চেয়ারম্যান রাজিব পাল সহ অন্যান্যরা। রেঞ্জ অফিসার রত্নদ্বীপ চাকমা জানান মৃতদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই সব পরিষ্কার হবে। যদি ময়না তদন্তের রিপোর্টে দেখা যায় যে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে তাহলে সরকারি নিয়ম অনুসারে উনার পরিবার ৫ লাখ টাকা অনুদান পাবেন। পিএম রিপোর্ট আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে হাতির আক্রমণ প্রমাণিত হলেই সরকারি সহায়তা মিলতে পারে। এদিকে মৃতদেহ বুধবার সকালে বাড়িতে যাবার পর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন আনার একমাত্র ছেলে সহ আত্মীয়-পরিজন। তবে একের পর এক হাতির আক্রমণের ঘটনায় শুধুই নিস্তব্ধতা গ্রামে। বন দপ্তর যার পর নাই চেষ্টা করলেও বন্যহাতির আক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না। এলাকার মানুষের দাবী স্থায়ী সমাধান হোক এই সমস্ত আক্রমণের।

বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজভবন অভিযান পুলিশ আটকে দিয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।